182. Jc. 80., 2.
RARE BOOK

THE

HOLY BIBLE,

CONTAINING

THE OLD TESTAMENT

AND

THE NEW;

TRANSLATED OUT OF THE ORIGINAL TONGUES.

SERAMPORE,

PRINTED AT THE MISSION PRESS.

1802.

ধর্ম্ম পুস্তক

তাহা ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য।——

যাহা প্রকাশ করিয়াছেন মনুষ্যের ত্রাণ ও

কার্য্য শোধনার্থে—

তাহার প্রথম ভাগ পুরাতন তারি বর্ণ——

মোশার ব্যবস্থা।——

য়িশায়ালের বিবরণ।

গীতাদি।——

ভবিষ্যত বাক্য।——

NATIONAL LIBRARY
Jan 1315
CALCUTTA

মোশার ব্যবস্থা——

তর্জ্জমা হইল ইব্রি ভাষা হইতে।—

RARE BOOK

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—

NATIONAL LIBRARY
Rare Book Section.

কিতাব কালিজ ফোর্টবলিয়ম
পুস্তক কালেজফোর্টউলিয়ম

182 Je. 80. 2

আদি পুস্তক।

যাহা মোশা রচিল।

প্রথম পর্ব্ব।

১ প্রথমে ঈশ্বর সৃজন করিলেন স্বর্গ ও পৃথিবী।
২ পৃথিবী শূন্য ও অস্থিরাকার হইল এবং গভীরের
ওপরে অন্ধকার ও ঈশ্বরের আত্মা দোলায়মান
৩ হইলেন জলের ওপর। পরে ঈশ্বর বলিলেন
৪ দীপ্তি হওক তাহাতে দীপ্তি হইল তখন
ঈশ্বর সে দীপ্তি বিলক্ষণ দেখিলেন। তৎপরে
৫ ঈশ্বর দীপ্তি অন্ধকার বিভিন্ন করিলেন। ঈশ্বর
ও দীপ্তির নাম রাখিলেন দিবস এবং অন্ধকারের
নাম রাত্রি। সন্ধ্যা ও প্রাত কাল হইলে হইল
প্রথম দিবস।
৬ এবং ঈশ্বর বলিলেন আকাশ হওক জলের
মধ্যে স্থলে ও সে জল এ জল পৃথক করুক।
৭ অতএব ঈশ্বর সৃজন করিলেন আকাশ ও পৃথক
করিলেন আকাশের ওপরের জল নিচের জল হইতে।
৮ তাহাতে সে মত হইল। ঈশ্বর সে আকাশের
নাম রাখিলেন স্বর্গ সন্ধ্যা ও প্রাত কাল হইলে
হইল দ্বিতীয় দিবস।

৯ এবং ঈশ্বর বলিলেন স্বর্গের নিচের জল একস্থর
হওক এক স্থানে ও সুষ্ক ভূমি প্রকাশ হওক।
১০ তাহাতে সেই মত হইল। পরে ঈশ্বর সে সুষ্ক
ভূমির নাম রাখিলেন পৃথিবী ও সে জলের একত্তরের
নাম রাখিলেন সমুদ্র। ঈশ্বর ও তাহা দেখি
১১ লেন বিলক্ষন। পরে ঈশ্বর বলিলেন পৃথিবী
ওৎপন্ন করুক অঙ্কুশ ও বীজ দায়িক তৃন ও
ফল বৃক্ষ যাহা ফল ফলিবে আপনারানুযায়ি যাহার
বীজ আপনার মধ্যে পৃথিবীর ওপর। তাহাতে
১২ সেই মত হইল। অতএব পৃথীবী ওৎপন্ন করিল
অঙ্কুশ ও বীজ দায়িক তৃন আপনারানুযায়ি ও ফল
দায়িক বৃক্ষ যাহার বীজ আপনার মধ্যে আপনার
প্রকারানুযায়ি। ঈশ্বর ও দেখিলেন তাহা বিলক্ষন।
১৩ সন্ধ্যা ও প্রাত কাল হইলে হইল তৃতীয় দিবস।

১৪ তখন ঈশ্বর বলিলেন দীপ্তি হওক স্বর্গের
আকাশের মধ্যে দিবারাত্রি বিভিন্ন করিতে ও তাহা
হওক চিহ্ন ও কাল ও দিবস ও বৎসর নিরূপনের
১৫ কারন। তাহারা ও দীপ্তি হওক স্বর্গের আকাশে
ওজ্জ্বল করিতে পৃথীবীর ওপর। তাহাতে সেই
১৬ মত হইল। তারপরে ঈশ্বর নির্ম্মান করিলেন
দুই বড় দীপ্তি বড়তর দীপ্তি দিবসের কতৃত্ব
করিতে ক্ষুদ্রতর দীপ্তি রজনির কতৃত্ব করিতে
১৭ তিনি ও নির্ম্মান করিলেন তারাগন। ঈশ্বর ও স্থাপন
করিলেন তাহারদিগকে স্বর্গের আকাশে ওজ্জ্বল
১৮ করিতে পৃথীবিতে ও কতৃত্ব করিতে দিবারাত্রির

ওপর ও দীপ্তি অন্ধকার বিভিন্ন করিতে। ঈশ্বর এ
১৮ দেখিলেন তাহা বিলক্ষণ। সন্ধ্যা ও প্রাত কাল
হইলে হইল চতুর্থ দিবস। তাহার পরে
২০ ঈশ্বর বলিলেন জল ওদ্ভব করুক অপদ জন্তু
এবং পক্ষ ওড়ুক পৃথীবির ওপর স্বর্গের আকাশে।
২১ সেই মত ঈশ্বর নির্ম্মান করিলেন বড় কুড়ীর ও
সুশকাদি প্রতি জন্তু যাহা জলে গতি করে
তাহারদের জাত্যানুযায়ি ও প্রতি পক্ষ তাহারদের
জাত্যানুযায়ি। ঈশ্বর ও দেখিলেন তাহা বিলক্ষণ।
২২ ঈশ্বর ও আশীর্ব্বাদ দিলেন তাহারদিগকে কহিয়া
বাড় ও বংশ বৃদ্ধ ও পূর্ণ হও সমুদ্রের জলে
২৩ পক্ষ ও বংশ বৃদ্ধ হউক পৃথীবির ওপরে। সন্ধ্যা
ও প্রাত কাল হইলে হইল পঞ্চম দিবস।

২৪ তখন ঈশ্বর বলিলেন পৃথিবী ওদ্ভব করুক জীব
জন্তু তাহারদের আপনং জাত্যানুযায়ি পশু ও
অপদ ও বনপশু আপনং জাত্যানুযায়ি। তাহাতে
২৫ সেই মত হইল। সেই মত ঈশ্বর নির্ম্মান
করিলেন পৃথিবীর বনপশু তাহারদের জাত্যানুযায়ি
ও পশু তাহারদের জাত্যানুযায়ি এবং পৃথিবীর
প্রতি অপদ আপনং জাত্যানুযায়ি। ঈশ্বর ও
দেখিলেন তাহা বিলক্ষণ।

২৬ তাহার পর ঈশ্বর বলিলেন আইস আমরা
মনুষ্য নির্ম্মান করি আমারদের প্রতিমূর্ত্তি ও সাদৃশ্যে
ও তাহারা কতৃত্ব করুক সমুদ্রের জল জন্তু ও শূন্যের
পক্ষ এবং পশু ও পৃথিবীর প্রতি অপদ জন্তুর

২৭ ওপরে যাহারা গতি করে পৃথিবীতে। সেই মত
ঈশ্বর নির্ম্মান করিলেন মনুষ্যকে আপনার
প্রতিমূর্ত্তিতে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতেই তিনি নির্ম্মান
করিলেন তাহারদিগকে পুরুষ ও স্ত্রী তিনি
২৮ নির্ম্মান করিলেন তাহারদিগকে। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ
দিলেন তাহারদিগকে ও ঈশ্বর বলিলেন তাহারদিগকে
বাড় এবং বংশ বৃদ্ধি ও পৃথিবী পূর্ণ হও ও জয় কর
তাহা কর্তৃত্ব কর সমুদ্রের জল জন্তু ও শূন্যের পক্ষ ও
সমস্ত জন্তুর ওপরে যাহারা গতি করে পৃথিবীর ওপর।
২৯ ঈশ্বর ও বলিলেন দেখ আমি দিয়াছি তোমারদিগকে
সমস্ত বীজ দায়িক তৃন যাহা সমস্ত পৃথিবীতে ও
সমস্ত বৃক্ষ যাহা ফল ফলে ও বীজ উৎপন্ন করে
৩০ তাহা হইবে তোমারদের ভক্ষ্য। পৃথিবীর সকল
জন্তু ও শূন্যের পক্ষ ও পৃথিবীর সমস্ত গতিকারক
জীব যাহারদের আছে জীবনের নিশ্বাস তাহার
দিগকে আমি দিয়াছি সমস্ত সবুজ তৃন। তাহাতে
৩১ সেই মত হইল। ঈশ্বর দৃষ্টি পাত করিলেন
সকলের ওপরে যাহা নির্ম্মান করিয়া ছিলেন ও দেখ
তাহা অতি বিলক্ষন। সন্ধ্যা ও প্রাত কাল
হইলে হইল ষষ্ঠম দিবস।

পর্ব্ব ২ এই মতে স্বর্গ ও পৃথিবী ও তাহারদের
সমস্ত সৈন্য প্রস্তুত হইল। পরে ঈশ্বর সপ্তম
দিনে বিশ্রাম করিলেন তাহার সমস্ত নির্ম্মিত কর্ম্ম
৩ হইতে যাহা করিয়া ছিলেন। পরে ঈশ্বর

সপ্তম দিন আশীর্ব্বাদ দিলেন ও পবিত্র করিলেন
একারণ তাহাতে বিশ্রাম করিলেন তাহার সমস্ত কর্ম্ম
হইতে যাহা সৃজন করিয়া ছিলেন নির্ম্মান নিমিত্ত।
৪ এই স্বর্গ ও পৃথিবীর ওৎপত্তির বিষয় তাহারদের
সৃজন কালে সে দিনে যাহাতে ঈশ্বর নির্ম্মান করিলেন
৫ পৃথিবী ও স্বর্গ ও ক্ষেত্রের প্রতি অঙ্কুশ তাহা বাহির
হওনের পূর্ব্বে ও ক্ষেত্রের প্রতি তৃণ তাহা বৃদ্ধি
হওনের পূর্ব্বে একারণ যিহুহা ঈশ্বর বৃষ্টি করাইয়া
ছিলেন না পৃথিবীতে এবং কেহ ছিল না ভূমি কর্ষন
৬ করিতে কিন্তু কুজ্ঝটী ভূমিতে জল দিবারার্থে।
৭ যিহুহা ঈশ্বর ও মনুষ্য নির্ম্মান করিলেন পৃথিবীর
ধুলা দিয়া ও জীবন নিশ্বাস হাঁই দিলেন তাহার
নাশিকায় তাহাতে মনুষ্য হইল জীবৎ প্রাণ।
৮ যিহুহা ঈশ্বর ও এক ওদ্যান রূপিলেন পূর্ব্বদিগে
যে স্থানে স্থাপন করিলেন মনুষ্য যাহাকে
৯ নির্ম্মান করিয়া ছিলেন। ও সুন্দর২ প্রতি বৃক্ষ
মনোহর দেখিতে ও ভক্ষ্যের কারণ ভাল যিহুহা
ঈশ্বর বৃদ্ধি করাইলেন মৃত্তিকা হইতে অমৃত বৃক্ষ
ওদ্যানের মধ্য স্থানে এবং সুজ্ঞান ও কুজ্ঞানের
১০ বৃক্ষ। এক নদী ও প্রকাশ হইল ওদ্যন হইতে
ওদ্যানের জলার্থে ও সেই স্থানে ভিন্ন২ হইয়া চতুর্মুখ
১১ হইল। প্রথমতের নাম পীশোন তাহা এই যে
প্রদক্ষিন করিয়া গেল হোইরলা সমস্ত দেশে যে স্থানে
১২ স্বর্ন জন্মে সে দেশের স্বর্ন বিলক্ষন সে স্থানে
১৩ বদলা ও যানিক পাথর। দ্বিতীয় নদীর নাম গীহোন

১৪ তাহা এই যে ঘায়ু খুশের সমস্ত দেশ বেড়িয়া
তৃতীয় নদীর নাম হৃদ্দকল তাহা এই যে গতি করিল
১৫ আশোরেরদিগে। চতুর্থ নদীর নাম ফরাত। এবং
য়িহুহা ঈশ্বর মনুষ্যকে লইয়া থুইলেন ঐদনের
১৬ ওদ্যানে তাহার কার্য্য ও রক্ষা করিতে। য়িহুহা
ঈশ্বর ও আজ্ঞা দিলেন কহিয়া মনুষ্যকে ওদ্যানের
১৭ প্রতি বৃক্ষের ফল নিসন্দেহ খাইতে পার কিন্তু সুজ্ঞান
কুজ্ঞানের বৃক্ষের ফল খাইও না একারন যে দিন তাহা
খাইবা সে দিনে অবশ্য মরিবা।

১৮ য়িহুহা ঈশ্বর ও বলিলেন মনুষ্য একা থাকা ভাল
নহে আমি নির্ম্মান করিব আর এক তাহার সহকারি।
১৯ একারন যখন য়িহুহা ঈশ্বর নির্ম্মান করিলেন
মৃত্তিকা হইতে প্রতি জন্তু ও সমস্ত পক্ষগিন তখন
তিনি আনিলেন তাহারদিগকে আদমের ঠাঁই দেখিতে
তাহারদের কি নাম রাখিবে একারন আদম যে নাম
রাখিল প্রতি জন্তুর সেই হইল তাহার নাম।
২০ এবং আদম দিল সমস্ত পশু ও পক্ষ ও বনপশুর নাম
কিন্তু আদমেরাথে তাহার প্রকৃত পক্ষপুরক হইল
২১ না। এতদর্থে য়িহুহা ঈশ্বর মহা নিদ্রা আনিলেন
আদমের ওপরে তাহাতে নিদ্রিত হইলে তিনি বাহির
করিয়া লইলেন তাহার একটী পঞ্জর ও পূরাইলেন
২২ সে স্থান মাংস দিয়া। সে পঞ্জর যাহা য়িহুহা
ঈশ্বর লইলেন আদম হইতে তাহাতে তিনি নির্ম্মান
করিলেন এক স্ত্রী ও আনিলেন আদমের কাছে।

২৩ তখন আদম বলিল এই অস্থি আছে আমার অস্থি
হইতে ও মাংস আমার মাংস হইতে সে নর
২৪ হইতে উৎপত্তি তেকারন নারী বিখ্যাত হইবে। অতএব
মনুষ্য আপনার পিতা মাতাকে ত্যাগ করিবে ও থাকিবে
২৫ তাহার স্ত্রীর সহিৎ এবং তাহারা হইবেক এক অঙ্গ।
তাহারা দুই জন ও উলঙ্গ ছিল সে পুরুষ ও তাহার
জায়া কিন্তু লজ্জা কিছু নহে।

পর্ব্ব ৩ যিহুহা ঈশ্বরের নির্ম্মিত পৃথিবীর সমস্ত জন্তুর
৩ মধ্যে সর্ব ধূর্ত্ত সে ও নারীকে বলিল ওগো ইহা
সত্য ঈশ্বর বলিয়াছেন তোমারদিগকে ওদ্যানের
২ প্রতি বৃক্ষের ফল খাইও না। নারী বলিল সর্পকে
৩ আমরা খাইতে পারি ওদ্যানের বৃক্ষের ফল কিন্তু ঐ
বৃক্ষের ফল যাহা আছে ওদ্যানের মধ্য স্থলে ঈশ্বর
বলিয়াছেন তাহা খাইও না ও স্পর্শ করিও না পাছে
৪ তোমরা মরিবা। তারপরে সর্প বলিল নারীকে
৫ তোমরা মরিবা না নিতান্ত একারন ঈশ্বর জানেন যে
দিন তোমরা তাহা খাও সে দিনে তোমারদের চক্ষু প্রসন্ন
হবেক ও তোমরা ভাল মন্দ জ্ঞাতি হইবা ঈশ্বরের
৬ তুল্য। নারী দেখিল সে বৃক্ষের ফল উত্তম ভক্ষ্য
ও সুন্দর দেখিতে এবং বৃক্ষ ও অতি জ্ঞান দায়িক
অতএব নারী ফল পাড়িয়া খাইল ও তাহার স্বামীকে
৭ দিল তাহাতে সে ও খাইল। ইহাতে তাহারদের
দুই জনের চক্ষু প্রসন্ন হইল ও তাহারা জানিল
আপনারা উলঙ্গ পরে বটের পত্র সেলাইয়া ঘাঘরা

৮ করিল। তখন তাহারা শুনিল যিহোবা ঈশ্বরের
শব্দ দিনের শীতল কালে বেড়াইতে ২ উদ্যানে তাহাতে
আদম ও তাহার জায়া সম্বরণ রহিল উদ্যানের
বৃক্ষের মধ্যে যিহোবা ঈশ্বরের সম্মুখ হইতে।
৯ তখন যিহোবা ঈশ্বর আদমকে ডাকিয়া বলিলেন
১০ কোথায় তুমি। সে বলিল আমি শুনিলাম তোমার
শব্দ উদ্যানে এবং আমি ওলগ নিমিত্তক ভীত
হইলাম তাহাতে সঙ্গোপন করিলাম আপনাকে।
১১ ঈশ্বর বলিলেন কে বলিয়া দিল তোমাকে তুমি
ওলগ সে বৃক্ষের ফল খাইয়াছ যাহা আমি
১২ খাইতে মানা করিলাম তোমাকে। তখন
আদম বলিল তোমার দত্ত নারী দিল আমাকে সে
১৩ বৃক্ষের ফল ও আমি তাহা খাইলাম। তখন যিহোবা
ঈশ্বর বলিলেন নারীকে কি কার্য্য করিয়াছ।
নারী বলিল সর্প ভ্রান্তি জন্মাইল আমাকে ও আমি
১৪ খাইলাম। অতএব যিহোবা ঈশ্বর বলিলেন সর্পকে
এই কার্য্য করণের কারণ তুই হইবি সমস্ত জন্তু ও
সমস্ত বন পশুর মধ্যে শাপ গৃহস্থ তোর পেট দিয়া
গতি করিবি ও ধুলা খাইবি তোর সমস্ত পরমায়ু।
১৫ আমি ও তুই নারী ও তোর তাহার বীজের পরস্পর
শত্রুতা করাইব তাহা চেষ্টা করিবে তোর মাথা ও তুই
১৬ হিংসা করিবি তাহার গুড়মুড়া। তিনি বলিলেন
নারীকে আমি বিস্তর ২ বাড়াইব তোমার দুঃখ ও গর্ভ
গ্রহন তুমি ব্যথিত হইয়া প্রসব হইবা অপত্য ও কামী
হইবা তোমার স্বামীর প্রতি সে ও কর্তৃত্ব করিবে

১৭ তোমার উপর। কিন্তু তিনি বলিলেন আদমকে
তোমার স্ত্রীর বাক্য শুনিয়া খাইয়াছ সে বৃক্ষের ফল
যাহা আমি খাইতে মানা করিলাম তোমাকে
সে কারণ ভূমি সাপ গৃহস্থ হইয়াছে তোমারথে
শ্রম করিতেং ভক্ষ্য পাবা তাহা হইতে তোমার
১৮ সমস্ত পরমায়ু। কণ্টক ও সিয়াল কাঁটা তাহার
উৎপন্ন হইবে তোমার কারণ তুমি ও ভক্ষণ
১৯ করিবা ক্ষেত্রের শাক। তোমার মুখের ঘামে
তোমার ভক্ষ্য খাইতে পাইবা যাবত পর্য্যন্ত মৃত্তিকা
হইয়া যাইবা তাহা হইতে লইয়া ছিলা ধুলা তুমি ও
২০ পুনর্ব্বার ধুলাতে যাইবা। এবং আদম তাহার স্ত্রীর
নাম রাখিলেন হাবা একারণ সে সমস্ত
২১ প্রানির মাতা। পরে যিহোবা ঈশ্বর নির্ম্মান
করিলেন আদম ও তাহার স্ত্রীর কারণ চর্ম্মের
২২ পরিচ্ছদ ও পরাইলেন তাহারদিগকে। যিহোবা
ঈশ্বর ও বলিলেন দেখ মনুষ্য আছে আমারদের
একের মত ভাল মন্দ বিজ্ঞ এবং এখন কি জানি
হাত বাড়াইয়া জীবনের বৃক্ষের ফল পাড়িবে ও
২৩ খাইলে অমর হইবেক। অতএব যিহোবা ঈশ্বর
খেদাইয়া দিলেন মনুষ্যকে ইদনের বাগান হইতে
কৃষি করিতে ভূমি যাহা হইতে তাহার উৎপন্ন।
২৪ তিনি খেদাইয়া দিলেন আদমকে ও স্থাপিলেন
ওদ্যানের পূর্ব্বদিগে করুবিম ও তেজস্কর তলোয়ার
যাহা সর্ব্বদিগে ফিরিতে লাগিল অমৃত বৃক্ষের রক্ষা
করন।

পর্ব্ব ৪ স্ত্রীর সহিৎ ও আদমের সৎসর্গ হইলে সে গর্ভবতী হইয়া প্রসব হইল কীনকে ও বলিল আমি পাইয়াছি মনুষ্য যিহোবা হইতে। ২ তাহার পরে সে প্রসব হইল তাহার ভাই হাবলকে হাবল ছিল মেষের রক্ষক কিন্তু কীন ছিল কৃষাণ। ৩ কিছু কাল পরে কীন ভূমির কিছু ফল আনিলে ৎসর্গ করিয়া দিল যিহোবাকে। ৪ হাবল ও আনিল তাহার পালের প্রথম জন্মিত ও হৃষ্ট পুষ্ট এবং যিহোবা গ্রহণ করিলেন ৫ হাবল ও তাহার ৎসর্গীয় কিন্তু কীন ও তাহার ৎসর্গীয় গ্রহণ করিলেন না এতদর্থে কীন অতি বেজার ও মুখ হেট হইল। ৬ তখন যিহোবা বলিলেন কীনকে কিমার্থে বেজার হইতেছ ও কিমার্থে তোমার মুখ হেট হইয়াছে। ৭ সুক্রিয়া করিলে গ্রহনিত্ব হবা না কিন্তু সুক্রিয়া না করিলে পাপ দ্বারে থাকে। তাহার ইচ্ছা ও হইবেক তোমারদিগে ও তুমি কতৃত্ব করিবা তাহার ওপর। ৮ তারপর কীন আলাপ করিল তাহার ভ্রাতা হাবলের সহিৎ কিঞ্চিৎ পরে তাহারা ক্ষেত্রে হইলে কীন ওত্থান করিয়া বধ করিল তাহার ভ্রাতাকে। ৯ তখন যিহোবা বলিলেন কীনকে তোমার ভাই হাবল কোথায়। কীন বলিল আমি জানি না আমি কি আমার ভাইর রাক্ষান। ১০ তিনি বলিলেন কি করিয়াছ। তোমার ভ্রাতার রক্ত আমাকে ডাকিতেছে মৃত্তিকা হইতে। ১১ অতএব তুমি শাপ গ্রহস্থ পৃথিবীর ওপরে যাহা মুখ বিস্তার করিয়া পান করিয়াছে তোমার ভ্রাতার রক্ত

৪২ তোমার হস্ত হইতে। ভূমি কৃষি করিলে তাহা
তার বল দিবে না তোমাকে সর্ব্বদ্বারি ও যোদানিয়া
৪৩ হইবা পৃথিবীর ওপর। তখন কীন বলিল য়িহুহাকে
৪৪ আমার শাস্তি অসহ্য। দেখ অদ্য তুমি
ফেলিয়াছ আমাকে পৃথিবীর মুখ হইতে তোমার
সন্মুখ হইতে ও গুপ্ত হইব এবং আমি হইব
সর্ব্বদ্বারি ও যোদানিয়া পৃথিবীর ওপর অতএব
৪৫ কেহ আমাকে দেখিলে বধ করিবে। কিন্তু য়িহুহা
ঈশ্বর বলিলেন তাহাকে অতএব যে কেহ বধ করে
কীনকে সাত গুন শাস্তি হবে তাহার। য়িহুহা ও
চিহ্ন দিলেন কীনের ওপর পাছে কেহ পাইয়া বধ
করিত তাহাকে।

৪৬ তৎপরে কীন য়িহুহার সন্মুখ হইতে যাইয়া
বসতি করিল নোদ দেশে ঐদনের পূর্ব্ব দিগে।
৪৭ পরে কীন সংসর্গ করিল তাহার আয়ার সহিৎ
তাহাতে সে গর্ব্ভবতী হইয়া প্রসব হইল ক্ষনোখকে সে
এক সহর পত্তন করিল তাহার ও নাম রাখিল
৪৮ আপনার পুত্রের নামে ক্ষনোখ। তাহার পরে ক্ষনোখ
হইতে জন্মিল ঈরদ ঈরদ ও মক্ষোয়ালের
জন্মদাতা এবং মক্ষোয়াল মতোসালের জন্মদাতা এবং
৪৯ মতোসাল লামখের জন্মদাতা। লামখ দুই স্ত্রী বিবাহ
করিল প্রথমের নাম ঐদা দ্বিতীয়ের নাম চলা।
২০ ঐদা প্রসব হইল য়িবল সে তাহারদের কর্ত্তা যাহারা
২১ টোলে বাস করে ও পশু পালন করে। তাহার
ভ্রাতার নাম য়োবল সে যনোর এবং অরগান

২২ বাদক কর্ত্তা। জলা ও পুসব হইল তোবল কীন
সে কংশকার ও লৌহকারেরদের শিক্ষক ও তোবল
২৩ কীনের ভগিনী নওমা। তখন লামখ বলিল তাহার
দুই স্ত্রী ঊদা ও জলাকে শুন আমার কথা হে
লামখের জায়া শুন আমার বাক্য আমি বধ করিয়াছি
এক মানুষ আমার ব্যথারার্থে ও যুবা মানুষ আমার
২৪ প্রহারার্থে। কীন বধের দায়া সাত গুন পাইলে
অবশ্য লামখ সাতাত্তরি গুন।

২৫ তারপর আদম তাহার স্ত্রী সংসর্গ করিল তাহাতে
সে পুত্র প্রসবিল তাহার নাম ও রাখিল শত একারণ
সে বলিল ঈশ্বর দিয়াছেন আমাকে আর এক বীজ
২৬ হাবিলের বদলে যাহাকে কীন বধ করিল। শতের
এক পুত্র ও হইল সে তাহার নাম রাখিল আনোশ।
তখন লোকেরা যিহুহার নামে নিবেদন করিতে
লাগিল।

পর্ব্ব ৫ এই আদমের পুরুষাবলি পুস্তক। সে দিনে
যাহাতে ঈশ্বর সৃজন করিলেন মানুষকে ঈশ্বরের
২ প্রতিমূর্ত্তিতে নির্ম্মাণ করিলেন তাহাকে পুরুষ ও নারী
তিনি সৃজন করিলেন তাহারদিগকে পরে আশীর্ব্বাদ
দিয়া তাহারদের নাম রাখিলেন আদম সে দিনে
যাহাতে তাহারদের সৃজন।

৩ আদমের বয়ক্রম এক শত ত্রিশ বৎসর হইলে সে
জন্মাইল এক পুত্র আপনার প্রতিমূর্ত্তিতে আপনার

মুর্ত্ত্যানুযায়ি এবং তাহার নাম রাগিল শত।
৪ শতের জন্ম দেওনের পর আদম অষ্টশত বৎসর
৫ বাঁচিয়া জন্ম দিল পুত্র কন্যা। এবং আদমের পরমায়ু ছিল নয় শত ত্রিশ বৎসর তারপর সে পঞ্চত্ত পাইল।

৬ শতের বয়ক্রম এক শত পাঁচ বৎসর হইলে
৭ সে জন্ম দিল আনোশকে। আনোশের জন্ম দেওনের পর শত অষ্টশত সাত বৎসর
৮ বাঁচিয়া জন্ম দিল পুত্র কন্যা। এবং শতের পরমায়ু ছিল নয় শত দ্বাদশ বৎসর তারপর সে পঞ্চত্ত পাইল।

৯ আনোশের বয়ক্রম নব্বই বৎসর হইলে সে জন্ম
১০ দিল কীননকে। কীননের জন্ম দেওনের পরে আনোশ অষ্ট শত পঞ্চদশ বৎসর বাঁচিয়া জন্ম দিল
১১ পুত্র কন্যা। এবং আনোশের পরমায়ু ছিল নয় শত পঞ্চ বৎসর তৎপরে সে পঞ্চত্ত পাইল।

১২ কীননের বয়ক্রম সত্তরি বৎসর হইলে সে জন্ম
১৩ দিল মহললালকে। মহললালের জন্ম দেওনের পরে কীনন অষ্ট শত চল্লিশ বৎসর বাঁচিয়া জন্ম দিল
১৪ পুত্র কন্যা। এবং কীননের পরমায়ু ছিল নয় শত দশ বৎসর তারপর পঞ্চত্ত পাইল।

১৫ মহললালের বয়ক্রম পঁয়ষট্টী বৎসর হইলে সে
১৬ জন্ম দিল য়িরদকে। য়িরদের জন্ম দেওনের পর মহললাল অষ্ট শত ত্রিশ বৎসর বাঁচিয়া জন্ম
১৭ দিল পুত্র কন্যা। এবং মহললালের পরমায়ু ছিল

অষ্ট শত পঁচানব্বই বৎসর তৎপরে সে পঞ্চত্ত
১৮ পাইল। য়িরদের বয়ক্রম এক শত বাষট্টী বৎসর
১৯ হইলে সে জন্ম দিল ক্ষনোযকে। ক্ষনোযের
জন্ম দেওনের পরে য়িরদ অষ্ট শত বৎসর বাঁচিয়া
২০ জন্ম দিল পুত্র কন্যা। এবং য়িরদের পরমায়ু
ছিল নয় শত বাষট্টী বৎসর তারপর সে পঞ্চত্ত
পাইল।

২১ ক্ষনোযের বয়ক্রম পয়ষট্টী বৎসর হইলে সে জন্ম
২২ দিল মতোশলক্ষকে। মতোশলক্ষের জন্ম দেওনের
পরে ক্ষনোয তিন শত বৎসর সম্ভাষ করিল ঈশ্বরের
২৩ সহিৎ ও জন্ম দিল পুত্র কন্যা। এবং ক্ষনোযের
২৪ পরমায়ু তিন শত পঁয়ষট্টী বৎসর। ক্ষনোয ও
ঈশ্বরের সহিৎ সম্ভাষ করিলে এখানে স্থিতি
করিল না একারণ ঈশ্বর লইয়া গেলেন তাহাকে।
২৫ মতোশলক্ষের বয়ক্রম এক শত সপ্তাশী বৎসর
২৬ হইলে সে জন্ম দিল লামযেকে। লামযের জন্ম
দেওনের পর মতোশলক্ষ সাত শত বিরাশী বৎসর
২৭ বাঁচিয়া জন্ম দিলেন পুত্র কন্যা। এবং মতোশলক্ষের
পরমায়ু ছিল নয় শত ওনসত্তরি বৎসর তারপর
পঞ্চত্ত পাইল।

২৮ লামযের বয়ক্রম এক শত বিরাশী বৎসর হইলে
২৯ সে এক পুত্রের জন্ম দিল। ও তাহার নাম রাখিল
নোহ্ বলিয়া এই আমারদিগকে শান্তনা করিবে
আমারদের কর্ম্মের পরিশ্রমেতে পৃথিবীর বিষয় যাহাতে
৩০ ঈশ্বর শাপ দিয়াছেন। নোহের জন্ম দেওনের পর

লামেখ পাঁচ শত পঁচানব্বই বৎসর বাঁচিয়া জন্ম দিল
৩১ পুত্র কন্যা। এবং লামেখের পরমায়ু ছিল সাত শত
৩২ সাতানব্বই বৎসর তারপর পঞ্চত্ব পাইল।
নোহের পাঁচ শত বৎসর বয়ক্রম হইলে সে জন্ম
দিল শম হম ও য়াপত।

পর্ব্ব ৬ মনুষ্য পৃথিবীর ওপর বৃদ্ধি হইলে ও তাহারদের
কন্যাগন জন্মিল ঈশ্বরের পুত্রগন দেখিল মনুষ্যের
কন্যা রূপবতী অতএব তাহারা বিবাহ করিল তাহার
৩ দিগকে যে যাহাকে ইচ্ছা করিল। তখন য়িহুহা
বলিলেন আমার আত্মা সতত তোর করিবেক না
মনুষ্যেরদের সহিৎ একারন তাহারা মাংস বিশিষ্টীয়
কিন্তু তাহারদের দিন হইবেক এক শত বিশ বৎসর।
৪ সে কালে বীরগন ছিল পৃথিবীতে। ঈশ্বরের পুত্রেরা
ও মনুষ্যের কন্যারদের সহিৎ সংসর্গ করিল
তাহাতে তাহারা শিশুগন প্রসবিল তাহারা ও হইল
শক্তিমন্ত ও সে কালের নাম লব্ধ মনুষ্য।

৫ য়িহুহা দেখিলেন মনুষ্যেরদের কুক্রিয়া অতি বৃহত
পৃথিবীর ওপরে ও তাহারদের অন্তঃকরনের প্রতি যনন
৬ অশত ও তাহাই সর্ব্বদা অতএব য়িহুহা মনুষ্য
পৃথিবীতে নির্ম্মান করনার্থে খেদ করিলেন এবং অন্তঃ
৭ করনে শোকিৎ ছিলেন। তখন য়িহুহা বলিলেন
আমি পৃথিবী হইতে সংহার করিব মনুষ্য যাহার
দিগকে সৃজন করিয়াছি মনুষ্য পশু অপদ ও শূন্যের

পক্ষি একারন আমার খেদ হইল তাহারদের নির্ম্মান
৮ করনার্থে। কিন্তু নোহ পাইল অনুগ্রহ যিহোবার
দৃষ্টে।

৯ এই নোহের বিবরন। নোহ জিল যথার্থিক
মনুষ্য ও শুদ্ধ মাবু তাহার পুরুষে নোহ ও
১০ অন্যান্য করিল ঈশ্বরের সহিৎ। এবং নোহ
১১ জন্ম দিল তিন পুত্র শম হম ও য়াপত। কিন্তু পৃথিবী
অতি নষ্ট ঈশ্বরের গোচরে। পৃথিবী ও দৌরাত্ম্য
১২ পূর্ন। তখন ঈশ্বর পৃথিবীতে দৃষ্টি পাত করিলেন
দেখ তাহা অতি নষ্ট একারন সমস্ত প্রানি
আপনং পথ নষ্ট করিয়া জিল পৃথিবীর ওপর
১৩ এতদর্থে ঈশ্বর বলিলেন নোহকে পৃথিবী আছে
মনুষ্যের কুক্রিয়া পূর্ন্নিত সেকারন সমস্ত প্রানির
অন্তম কাল হইয়াছে আমার গোচরে আমি ও
সংহার করিব তাহারদিগকে পৃথিবীর সহিৎ।
১৪ তুমি নির্ম্মান করহ গোফর কাষ্ঠের এক জাহাজ ও
কুঠরিং কর তাহার মধ্যে ও বাহা লেপ তাহার ভিতরে
১৫ বাহিরে। সে জাহাজ এই মত নির্ম্মান কর দীর্ঘ
তিন শত হাত প্রস্থে পঞ্চাশ হাত এবং ঊর্দ্ধে পরিমান
১৬ ত্রিশ হাত। গবাক্ষ ও কর জাহাজে ওপরে
সটকা করিও এক হস্ত পরিমানে দ্বার ও করহ
জাহাজের এক দিগে ও তাহার নিচে দ্বিতীয় তৃতীয়
১৭ তালা করিও। দেখ আমি করিব জলের প্লাবিত
পৃথিবীর ওপর সংহার করিতে সমস্ত প্রানি যাহার

যাবৎ জীবনের নিশ্বাস স্বর্গের নিচে হইতে পৃথিবীর
১৮ সমস্তই মরিবেক। কিন্তু তোমার সহিৎ স্থির
করিব আমার বন্দবস্ত তুমি ও প্রবেশ করিবা তাহাতে
তুমি ও তোমার পুত্রগন ও তোমার স্ত্রী ও তোমার
১৯ পুত্রবধুগন তোমার সহিৎ। সমস্ত জীব জন্তু প্রতি
জাতি আন তাহাতে তোমার সহিৎ বাঁচনের জন্য
২০ তাহারা হবে পুরুষ ও মাইয়া। পক্ষি তাহারদের
প্রকারানুযায়ি ও পশু তাহার প্রকারানুযায়ি ও প্রতি
জাত জন্তু তাহারদের আপনং প্রকারানুযায়ি সমস্ত
জাতির দুইং আসিবে তোমার কাছে বাঁচনের জন্য।
২১ সমস্ত ভক্ষ দ্রব্য ও লইয়া একত্তর কর তোমার
কাছে ও তাহা হবেক তোমার ভক্ষ্য ও তাহারদের
২২ কারন। সেই মত করিলেন নোহ যে সমস্ত ঈশ্বর
আজ্ঞা করিলেন তাহাকে তাহাই করিল।

পর্ব্ব ৭ তৎপরে য়িহুহা বলিলেন নোহকে তুমি ও তোমার
বাটীর সকল তাহাতে প্রবেশ কর একারন আমি
২ দেখিয়াছি যে তুমি প্রকৃতাধিক এ পুরুষে। প্রতি
শুচি জন্তুর লও সাতং দম্পতি ও অশুচি জন্তুর দুইং
৩ দম্পতি। সেই মত লও শূন্যের পক্ষিগনের সাতং
দম্পতি তাহারদের বংশ জীবত রাখিতে পৃথিবীর ওপর।
৪ একারন সাত দিনের পর আমি বৃষ্টি বর্ষাইব পৃথিবীতে
চল্লিশ দিবারাত্রি সমস্ত জীব জন্তু যাহা আমি
নির্ম্মান করিয়াছি তাহা সংহার করিব পৃথিবী
৫ হইতে। নোহ তন্মতে করিল যেমত য়িহুহা আজ্ঞা
৬ দিয়া ছিলেন তাহাকে। নোহের ছয় শত বৎসরের

সময় জল প্লাবিত হইল পৃথিবীর ওপর।
৭ তখন নোক্ষ ও তাহার পুত্রগণ ও তাহার স্ত্রী ও
তাহার পুত্রবধূগণ তাহার সহিৎ প্রবেশ করিল
৮ জাহাজে জল প্লাবিতের কারণ। শুদ্ধ জন্তু ও
অশুদ্ধ জন্তু ও পক্ষি ও পৃতি প্রকার অপদ জন্তু যাহারা
৯ পৃথিবীর ওপর প্রবেশ করিল জাহাজের মধ্যে
দম্পতিং নোক্ষের কাছে যেমত ঈশ্বর আজ্ঞা করিয়া
১০ ছিলেন নোক্ষকে। তখন সাত দিনের পরে প্লবয়ের
জল উঠিল পৃথিবীর ওপর।
১১ নোক্ষের বয়ক্রমের ছয় শত বৎসরের দ্বিতীয় মাসের
সপ্তদশয় দিবসে সেই দিনে সমস্ত বৃহৎ গভীরের
ঝোরা ভাঙ্গিল ও মুষলধারে আকাশ বর্ষা হইল
১২ ও বৃষ্টি হইল পৃথিবীর ওপর চল্লিশ দিবারাত্রি।
১৩ সেই দিনে নোক্ষ ও শয় ও ক্ষয় ও য়াপত নোক্ষের পুত্র
ও নোক্ষের স্ত্রী ও তাহার পুত্রেরদের তিন বধূ তাহার
১৪ সহিৎ একত্তর হইয়া গেল জাহাজে। তাহারা ও পৃতি
জন্তু তাহারদের প্রকারানুয়ায়ি ও পৃতি বনপশু
তাহারদের প্রকারানুয়ায়ি ও পৃতি অপদ জন্তু যাহারা
গতি করে পৃথিবীর ওপর তাহারদের প্রকারানুয়ায়ি
১৫ ও নানা প্রকার পৃতি পক্ষি। ও তাহারা সদম্পতা
প্রবেশ করিল জাহাজে নোক্ষের কাছে সমস্ত জীব
১৬ যাহারদের মধ্যে জীবনের নিশ্বাস। সমস্ত পুরুষ
ও মাইয়া প্রবেশ করিল তাহার মধ্যে যেমত ঈশ্বর
আজ্ঞা দিয়া ছিলেন পরে য়িহুহা রুদ্ধ করিলেন
১৭ জাহাজের দ্বার। তৎপরে প্লবয় হইল চল্লিশ

দিবারাত্রি পৃথিবীর ওপর ও জল বৃদ্ধি হইলে তাহাতে
১৮ ভাসাইল পৃথিবীর ওপর তখন জল প্রবল হইতে
অতিবাদ বৃদ্ধি হইল পৃথিবীর ওপর তাহাতে জাহাজ
১৯ ভাসিল জলের ওপর। এবং জল অত্যন্ত প্রবল
হইল পৃথিবীর ওপর তাহাতে স্বর্গের নিচের সমস্ত
২০ উচ্চ পর্ব্বত জলাচ্ছাদিত হইল। পঞ্চদশ হাত জল
তাহার ওপর প্রবল হইল এবং বড় পাহাড় জলাচ্ছা
২১ দিত হইল। সমস্ত প্রাণি ও মরিল যাহারা গতি
করিল পৃথিবীর ওপর সমস্ত পক্ষি পশু বনপশু মরিল
প্রতি অপদ জন্তু এবং যাহারা গতি করে পৃথিবীর
২২ ওপর ও প্রতি মনুষ্য। সমস্ত যাহারদের মধ্যে
জীবনের নিশ্বাস যাহারা ছিল শুষ্ক ভূমিতে পঞ্চত্ত
২৩ পাইল। তাহাতে প্রতি অপদ জন্তু সংহার হইল
যাহারা ছিল পৃথিবীর ওপর সমস্ত মনুষ্য পশু
শূন্যের পক্ষি ইত্যাদি তাহারা সমস্তই সংহার হইল
পৃথিবী হইতে ও কেবল নোক্ষ ও যাহারা তাহার
২৪ সহিং জাহাজে জীবত রহিল। এবং জল বাড়িল
পৃথিবীর ওপর দেড়শত দিন।

পর্ব্ব ৮

ঈশ্বরের মনে রহিল নোক্ষ ও সমস্ত জন্তু ও পশু
যাহারা জাহাজে তাহাতে ঈশ্বর বায়ু বহাইলেন
২ পৃথিবীর ওপর ও জল থাকিল। ও সমস্ত
দহের দোয়া ও আকাশের মুষল বারের বর্ন্যা
৩ রুদ্ধ হইল ও আকাশ হইতে বৃষ্টি বারণ হইল এবং
জল যাইতে গেল পৃথিবী হইতে দেড়শত দিনের
৪ পর জলের হ্রাস হইতে লাগিল। পরে জাহাজ

সুস্থির হইল সপ্তম মাসের সপ্তদশম দিনে
৫ আররটের পাহাড়ের ওপর। জল ও যাইতে২
কমিল দশম মাস পর্য্যন্ত দশম মাসের প্রথম দিবসে
পর্ব্বতের শৃঙ্গ দেখা গেল।

৬ চল্লিশ দিনের শেষে নোহ তাহার জাহাজের
গবাক্ষের দ্বার খুলিল যাহা নির্ম্মান করিয়া ছিল
৭ তারপর পাঠাইয়া দিল দাঁড় কাককে ও সে দিগ
দিগান্তর বেড়াইল জল পৃথিবী হইতে শুষ্ক হওন
৮ পর্য্যন্ত। এতদর্থে সে পাঠাইল ঘুঘু আপন নিকট
৯ হইতে জল শুষ্ক কি না জানিবার কারণ। কিন্তু
সে ঘুঘু ডাঙ্গাইবার স্থল না পাইয়া পুনরায় ফিরিয়া
গেল জাহাজে একারণ জল ছিল পৃথিবীর ওপর। তখন
সে হাত বাড়াইয়া লইল তাহাকে জাহাজে আপনার
১০ কাছে। পরে আর সপ্ত দিবস স্থগিৎ রহিলে
১১ পুনরায় পাঠাইল ঘুঘু জাহাজের বাহিরে। যাহা
পুনরায় ফিরিয়া আইল তাহার কাছে সায়ংকালে
এক জিত বৃক্ষের পাতা ছিণ্ডিয়া আনিল ঠোঁটে করিয়া
তাহাতে নোহ জানিল যে জলের হ্রাসতা হইল
১২ পৃথিবী হইতে। পরে সে আর সপ্ত দিবস তিষ্ঠিলে
পুনরায় পাঠাইয়া দিল সে ঘুঘুকে যে আর ফিরিয়া
আইল না তাহার কাছে।

১৩ ছয় শত প্রথম সনের প্রথম মাসের প্রথম দিবসে
জল শুষ্ক হইয়া গেল পৃথিবী হইতে ও নোহ জাহাজের
চাল খুলিলে দৃষ্টি করিয়া দেখিল পৃথিবী শুষ্ক হইয়াছে
১৪ দ্বিতীয় মাসের সপ্ত বিংশতীয় দিনে ভূমি শুষ্ক হইল।

১৫ তখন ঈশ্বর এ কথা বলিলেন নোহকে জাহাজ হইতে
১৬ যাও তুমি তোমার স্ত্রী তোমার পুত্রেরা ও তোমার
১৭ পুত্রবধূরা তোমার সহিত। বাহির কর সকল প্রাণির
প্রতি জন্তু যাহারা তোমার সাতে ও সমস্ত পক্ষি ও
পশু ও সমস্ত অপদ জন্তু যাহারা গতি করে পৃথিবীর
ওপর তাহারা যাইয়া বিস্তর২ ছা করুন ও বৃদ্ধি
১৮ হওনার্থে পৃথিবীর ওপর। এবং নোহ তাহার
পুত্রেরা ও স্ত্রী ও পুত্রেরবধূরদিগকে সাতে লইয়া
১৯ বাহির হইল। প্রতি জন্তু ও প্রতি অপদ ও প্রতি পক্ষি
ও যে সমস্ত গতি করে পৃথিবীর ওপর তাহারদের
প্রকারানুযায়ি সমস্তই বাহির হইল জাহাজ হইতে।
২০ পরে নোহ গাথিল এক যজ্ঞ কুণ্ড য়িহুহার
করুন ও প্রতি শুদ্ধ জন্তুর কতক গুলি ও প্রতি পক্ষির
কতক গুলি লইয়া আহুতি দিলেন যজ্ঞ কুণ্ডের ওপর
২১ তাহাতে য়িহুহা সুগন্ধি পাইলেন ও য়িহুহা বলিলেন
আর কখন মনুষ্যেরার্থে পৃথিবীরে অভিসম্পাৎ দিব
না একারন মনুষ্যের অন্তঃকরনের মনন মন্দ বালক
কালাবধি আমি ও আর কখন সংহার করিব না
২২ সমস্ত জন্তু যেমত করিয়াছি যত কাল পৃথিবী থাকে
কৃষি ও ফসল শীত ও গ্রীষ্ম গ্রীষ্ম কাল ও শীত
কাল দিবারাত্রি সমাপন হবেক না।

পর্ব্ব ৯ তারপর ঈশ্বর বর দিলেন নোহ ও তাহার পুত্রের
দিগকে ও বলিলেন তাহারদিগকে ফলবান হও ও বহু
২ বংশ ও পুনরায় পূর্ণ হও পৃথিবীতে। তোমারদের ভয়
ও ঘোর সঙ্কা পতিবেক পৃথিবীর সমস্ত জন্তু ও শূন্যের

সমস্ত পক্ষির ওপর সকলেরাই যাহারা গতি করে
পৃথিবীতে ও সমুদ্রের সমস্ত মৎস্য দেয়া গেল
৩ তোমারদের হস্তে প্রতি লড়নীয় জন্তু হইবেক
তোমারদের ভক্ষ্যের কারন যেমত শাক ইত্যাদি সেই
৪ মত আমি দিয়াছি এ সকল তোমারদিগকে। কেবল
৫ মাংস জীবন তাহা রক্ত সুদ্ধ খাইও না। নিতান্তই
তোমারদের জীবনের রক্তের দায়ী করিব সমস্ত বন
পশুর তাঁই দায়ী করিব তাহা ও মনুষ্যেরদের স্থানে
ও প্রতি মনুষ্যের ভ্রাতার স্থানে আমি দায়ী করিব
৬ মনুষ্যের জীবন। যে মনুষ্যের রক্ত পাত করে
তাহার রক্ত পাত হইবেক মনুষ্যের হাতে একারন
ঈশ্বরের প্রতি মূর্ত্তি তিনি নির্ম্মান করিলেন মনুষ্যকে।
৭ তোমরা ও ফল পূর্ণ ও বহু গোষ্ঠী বন্ত ও বিস্তর
অপত্য হও পৃথিবীতে এবং অনেক হও তাহাতে।
৮ তারপর ঈশ্বর কহিলেন নোক্ষ ও তাহার পুত্রের
৯ দিগকে তাহার সহিৎ। দেখ আমি দৃঢ় করি
আমার বন্দবস্ত তোমার সহিৎ ও তোমার সন্তানের
১০ সহিৎ তোমার পরে। ও সমস্ত জীবত প্রান
তোমারদের পক্ষি পশু ও পৃথিবীর সমস্ত যাহারা
বাহির হইল জাহাজ হইতে তাহা পৃথিবীর সকল
১১ জন্তু। আমি দৃঢ় করি আমার বন্দবস্ত তোমার
দের সহিৎ তাহাতে সমস্ত জীব আর কখন সংহার
হবে না প্লনয়ের জলে প্লনয় ও আর কখন
১২ সংহার করিবে না পৃথিবীকে। তারপর ঈশ্বর
বলিলেন এই সে বন্দবস্তের চিহ্ন যাহা আমি করিয়াছি

আমার ও তোমার ও প্রতি জীবত প্রাণির সহিৎ
১৩ তাহারদের পুরুষানুক্রমে। আমি মেঘে রাখি
আমার ধনুক ও তাহা হইবেক বন্দবস্তের
১৪ লক্ষণ আমার ও পৃথিবীর মধ্যে। ইহার পরে ও যখন
আমি মেঘ আনি পৃথিবীর ওপর তখন ধনুক দেখা
১৫ যাবেক মেঘে। তখন আমি মনে করিব আমার
বন্দবস্ত যাহা আমার ও তোমার ও সমস্ত
জীবত প্রাণির মধ্যে তলের প্লবয় যেন আর কখন
হয় না সংহার করিতে সমস্ত প্রাণিকে।

১৬ ধনুক রহিবেক মেঘে ও আমি তাহাতে দৃষ্টি করিলে
স্মরণ করিব অনন্ত বন্দবস্ত যাহা হইয়াছে ঈশ্বর
ও পৃথিবীর ওপরের সমস্ত জীবত প্রাণির মধ্যে।
১৭ ঈশ্বর বলিলেন নোহকে এই সে বন্দবস্তের লক্ষণ
যাহা আমি দৃঢ় করিয়াছি আমার ও পৃথিবীর ওপরের
সমস্ত জীবের মধ্যে।

১৮ নোহের পুত্রেরা যে বাহির হইল তাহাত হইতে
শম হম যাপত হম ছিল কনাঁয়নের পিতা।
১৯ এই তিন পুত্র নোহের ও তাহারদিগ হইতে সমস্ত
২০ সংসার ব্যাপিত হইল। নোহ কৃষান হইয়া রোপন
২১ করিলেন দ্রাক্ষ ক্ষেত্র ও রস পান করিয়া মত্ত
হইল তাহাতে ওলঙ্গ ছিল তাহার কুঠরিতে।
২২ তখন কনাঁয়নের পিতা হম তাহার পিতার ওলঙ্গতা
২৩ দেখিয়া বাহিরে বলিল তাহার দুই ভ্রাতাকে। তাহাতে
শম ও যাপত পরিচ্ছদ দুহার স্কন্ধে করিয়া লইল এবং

পাছে২ যাইয়া আচ্ছাদন করিল তাহারদের পিতার
উলঙ্গিতা তাহারা মুখ পাছে দিগে ফিরাইল অতএব
২৪ দৃষ্টি হইল না তাহারদের পিতার উলঙ্গিতা। তৎপরে
নোহের মত্ততা ভাঙ্গিয়া জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া জানিতে
পাইল তাহার কুষ্ঠ পুত্র কি করিয়া ছিল তাহাকে।
২৫ সে কারণ বলিল শাপ গ্রহণ হওক কনাঁয়ন সে
২৬ তাহার ভ্রাতার দাসানুদাস হইবেক। সে বলিল
ধন্য হওন শমের ঈশ্বর যিহোবা ও কনাঁয়ন হইবেক
২৭ তাহার দাস। ঈশ্বর বাড়াইবেন য়াপতকে তাহাতে
বাস করিবে শমের টোলে কনাঁয়ন ও হইবে
২৮ তাহার দাস এবং নোহ ছিল জল প্লাবিতের পর
২৯ সাড়ে তিন শত বৎসর তাহাতে নোহের পরায়ু ছিল
নয় শত পঞ্চাশ বৎসর তারপর পঞ্চত্ত পাইল।

পর্ব্ব ১০ এই সমস্ত নোহের সন্তান। শম হম য়াপত
ও তাহারদিগের পুত্র জন্মিল জল প্লাবিতের পর।

১ ২ য়াপতের পুত্রগন গমর ও মগোগ ও মাদি ও য়োন
৩ ও তবল ও মশখ ও তীরস। গমরের পুত্রগন
৪ আস্কনজ রিপত ও তগর্ম্মা। এবং য়োনের পুত্রগন
৫ আলিশা ও তর্শিশ ও কিত্তিম ও দদনিম। ইহারদিগ
হইতে বন্নেরদের দ্বীপ ব্যাপিং হইল তাহারদের
দেশে প্রতি লোক আপনারদের ভাষানুযায়ি
ও বংশং আপন লোকের মধ্যে।

৬ হমের পুত্রগন কুশ ও মিজরীম ও পোট ও কনাঁয়ন।
৭ কুশের পুত্রগন সবা ও হোইলা ও সবতা ও রঙ্গমা
৮ ও সবতখা। রঙ্গমার পুত্রগন শবা ও দদন। কুশ

ও নম্রদের তন্নাতা সেই শক্তিযুক্ত হইতে লাগিল
৯ পৃথিবীর মধ্যে। সে হইল শক্তিযুক্ত শিকারি
য়িহুহার সম্মুখে এতদর্থে সকলে বলে এই
নম্রদের মত শক্তিযুক্ত শিকারি য়িহুহার সম্মুখে।
১০ তাহার রাজ্যের আরম্ভ বাবেল ও আরখ ও আকদ ও
১১ কলনা শিনঈর দেশে। আশোর সে দেশ হইতে
যাইয়া গাঁথিল নিনিবে ও রুহবত সহর ও কলহ
১২ ও রসন নিনিবে ও কলহের মধ্য স্থলে তাহা বড়
১৩ সহর। মিজরীম তন্নাদিল লোদিম ও
১৪ ঊনামিম ও লহাবিম ও নপ্তুহিম। ও পাত্রুসিম ও
কসলুহিম যাহা হইতে ওদ্ভব হইল পলশ্তি
ও কপ্তরী।

১৫ কনাঁয়ন ও প্রথম তন্না দিল হীদন তৎপর হৎ
১৬ ও য়িবোসী ও আমরী ও গির্গাশী ও হ্বোঈ ও অর্কী
১৭ ও সিনী ও আরোদী ও সমরী ও হমথী তৎপরে
১৮
১৯ কনাঁয়নীয়দের বংশ বেহ্নিত হইল। কনাঁয়নীয়দের
সীমানা সিদন হইতে গরারের পথে ঐজা পর্য্যন্ত
সদম ও ঔমরা ও আদমা ও সবিয়ের পথে লশা
২০ পর্য্যন্ত। এই হমের সন্তান তাহারদের বংশানুযায়ি
ও তাহারদের ভাষানুযায়ি তাহারদের দেশানুযায়ি
আপন২ বর্ম্মের মধ্যে।

২১ শম ও এবরের সকল সন্তানেরদের পিতৃ ও বড়
২২ য়াপতের ভ্রাতা তাহার অপত্যাদি হইল। এই সমস্ত
শমের পুত্রগণ এলাম ও আশোর ও অর্পক্ষাদ
২৩ ও লোদ ও আরম। এই আরমের পুত্রগণ উজ

২৪ ও ফেলি ও গতর ও য়শ। আর্পক্ষাদ শলক্ষের
২৫ জন্মদাতা ও শলক্ষ ঔবরের জন্মদাতা। ঔবরের
জিল দুই পুত্র এক জনের নাম পলগ একারন
তাহার সময়ে পৃথিবী ভাগ২ জিল ও তাহার ভ্রাতার
২৬ নাম য়িকটন। য়িকটন জন্ম দিল আলমোদদ
২৭ ও শলপ ও হাজরমোত ও য়িরহ ও হদোরম ও
২৮ আওজল ও দকলা ও ওবল ও আবিমাল ও শবা।
২৯ ও আওফর ও হোইলা ও যোবব এই সমস্ত য়িকটনের
৩০ পুত্রগন। এবং তাহারদের নিবাস জিল মেশা হইতে
৩১ সফার পর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহা পূর্ব্বদিগের পর্ব্বত। এই
সকল শমের সন্তান তাহারদের বং-শানুযায়ি
তাহারদের ভাষানুযায়ি আপন২ দেশের মধ্যে
৩২ আপনারদের বর্ন্নানুযায়ি। এই সমস্ত নোহের পুত্রের
সন্তান তাহারদের পুরুষানুযায়ি তাহারদের বং-শের
মধ্যে এবং ইহারদিগ হইতে সকল বর্ন্ন ভাগ২
হইল পৃথিবীতে জল প্লাবিতের পরে।

পর্ব্ব ১১ সে কালে সমস্ত পৃথিবী হইল এক ভাষা ও এক
কথা। তাহারা পূর্ব্ব দিগ হইতে ভ্রমন করিতে২
পাইল এক মাট শিনঈর দেশে ও বসতি করিল
৩ সেখানে। পরে পরস্পর বলিল আইস আমরা
ইষ্টক নির্ম্মান করি তাহা ও সুন্দর রূপ পোড়াই
তাহাতে তাহারদের জিল ইষ্টক পাথরের বদলে ও গারা
৪ জোড়ের কারন। তাহারা ও বলিল আইস আমরা
এক সহর পত্তন করি ও এক গড় গাঁথি যে তাহার

মস্তক গগন স্পর্শে আমরা ও হইব নাম লুব্ধ পাছে
৫ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ি পৃথিবীর ওপরে। তখন
যিহুহা নামিলেন দেখিতে সে সহর ও গড় যাহা
৬ মনুষ্যের পুত্রেরা গঠন করিল। তাহাতে যিহুহা
বলিলেন দেখ লোক এক তাহারা ও সমস্তই একি
ভাষা এবং ইহা করিতে প্রবৃত্ত হইলে এখন তাহার
৭ দের কোন মনস্থ কার্য্য বারণ হইবে না। আইস
আমরা সেই স্থানে নামিয়া ওলট পালট করি তাহার
দিগের ভাষা যে মতে এক জন আর এক জনের কথা
৮ বুঝিতে পারিবে না। অতএব যিহুহা ভিন্ন ভিন্ন
করিলেন তাহারদিগকে সে স্থান হইতে সমস্ত
পৃথিবীর ওপর ও তাহারা সহর গঠন ছাড়িল।
৯ এতদর্থে তাহার নাম হইল বাবেল এহারণ যিহুহা
ওলট পালট করিলেন সমস্ত পৃথিবীর ভাষা যিহুহা
ও ভিন্ন ভিন্ন করিলেন তাহারদিগকে সেই স্থান
হইতে সমস্ত পৃথিবীর ওপর।

১০ এ শমের সন্ততি। শম এক শত বৎসর বয়ক্রমে
জন্ম দিল আর্পক্ষাদ জল প্লাবিতের পরে দুই
১১ বৎসর। আর্পক্ষাদের জন্ম দেওনের পর শম
পঞ্চ শত বৎসর বাঁচিলে জন্ম দিল পুত্র কন্যা।
১২ আর্পক্ষাদ পঞ্চত্রিংশ বৎসর বয়ক্রমে জন্ম দিল
১৩ শলক্ষ। শলক্ষের জন্ম দেওনের পরে আর্পক্ষাদ
চারি শত তিন বৎসর বাঁচিলে জন্ম দিল পুত্র কন্যা।
১৪ শলক্ষ ত্রিংশ বৎসর বয়ক্রমে জন্ম দিল ঐবরকে।

১৫ ভেবরের জন্ম দেওনের পরে শলক্ষ চারি শত
১৬ তিন বৎসর বাঁচিলে জন্ম দিল পুত্র কন্যা। ভেবরের
বয়ক্রম চৌত্রিশ বৎসর হইলে সে জন্ম দিল
১৭ পলগিকে। পলগের জন্ম দেওনের পর ভেবর চারি
শত ত্রিশ বৎসর বাঁচিলে জন্ম দিল পুত্র কন্যা।
১৮ পলগের বয়ক্রম ত্রিশ বৎসর হইলে সে জন্ম
১৯ দিল রেউ। রেউর জন্ম দেওনের পর পলগ
দুই শত নয় বৎসর বাঁচিয়া জন্ম দিল পুত্র কন্যা।
২০ রেউর বয়ক্রম বত্রিশ বৎসর হইলে সে জন্ম দিল
২১ শরোগকে। শরোগের জন্ম দেওনের পর রেউ
দুই শত সাত বৎসর বাঁচিয়া জন্ম দিল পুত্র কন্যা।
২২ শেরোগের বয়ক্রম ত্রিশ বৎসর হইলে সে জন্ম
২৩ দিল নক্ষোরকে। নক্ষোরের জন্ম দেওনের পর শরোগ
দুই শত বৎসর বাঁচিয়া জন্ম দিল পুত্র কন্যা।
২৪ নক্ষোরের বয়ক্রম ওনত্রিশ বৎসর হইলে সে জন্ম
২৫ দিল তরক্ষ। তরক্ষের জন্ম দেওনের পর নক্ষোর এক
শত ওনিশ বৎসর বাঁচিয়া জন্ম দিল পুত্র কন্যা।
২৬ তরক্ষের বয়ক্রম সত্তরি বৎসর হইলে সে জন্ম
দিল আব্রাম ও নক্ষোর ও হরনকে।

২৭ এ তরক্ষের সন্ততি। তরক্ষ আব্রাম ও নক্ষোর ও
হরনের জন্ম দাতা ও হরন লোটের জন্ম দাতা।
২৮ তখন হরন তাহার পিতা তরক্ষের পূর্ব্বে পঞ্চত্ব
পাইল তাহার জন্ম দেশে খাশিদী লোকের আওর
২৯ সহরে। পরে আব্রাম ও নক্ষোর বিবাহ করিল
আব্রামের স্ত্রীর নাম শরী ও নক্ষোরের স্ত্রীর নাম

মলখা সে হরনের কন্যা এ হরন মলখা ও
৩০ যিস্কার পিতা। কিন্তু শরী ছিল বন্ধ্যা তাহার
৩১ সন্তান নহে। পরে তরহ লইল তাহার পুত্র
আব্রাম ও লোট হরনের পুত্র তাহার পৌত্র ও শরী
তাহার পুত্র বধূ আব্রামের স্ত্রীকে এবং তাহারা
কাশ্দীয় লোকের আওর সহর হইতে গেল কনাঁয়ন
দেশে যাইতে ও তাহারা হারান দেশে উত্তরিয়া বসতি
৩২ করিল সে স্থানে। এবং তরহের পরমায়ু দুই শত
পাঁচ বৎসর ও তরহ পঞ্চত্ব পাইল হারানে।

পর্ব্ব ১২ অতঃপর যিহোবা বলিলেন আব্রামকে তোমার দেশ
ও তোমার কুটুম্ব ও তোমার পিতার বাটী ছাড়িয়া
যাও সে দেশে যাহা আমি দেখাইব তোমাকে।
২ ও আমি করিব তোমাকে বড় বর্ম্ম ও আশীর্ব্বাদ দিব
তোমাকে ও করিব তোমার মহা নাম তুমি ও হইবা
৩ ধন্য আমি ও আশীর্ব্বাদ দিব তাহারদিগকে যাহারা
আশীর্ব্বাদ দেয় তোমাকে ও অভিসম্পাৎ করিব
তাহারদিগকে যাহারা অভিসম্পাৎ করে তোমাকে
তোমা হইতে ও পৃথিবীর সমস্ত বংশ ধন্য হইবে।
৪ তখন আব্রাম প্রস্থান করিল যেমন যিহোবা বলিয়া
ছিলেন তাহাকে ও লোট গেল তাহার সঙ্গে
আব্রামের বয়ক্রম পঁচাত্তরী বৎসর হইলে সে প্রস্থান
৫ করিল হারান হইতে। তৎকালে আব্রাম তাহার
স্ত্রী শরী ও লোট তাহার ভ্রাতৃ পুত্র ও তাহারদের
সমস্ত হেসোয়াত যাহা পাইয়া ছিল ও সমস্ত প্রাণি

যাহা তাহারদের স্কারণে তাহা লইয়া কনাঁয়ন দেশে
যাইবার প্রস্থান করিলে ওত্তরিল কনাঁয়ন দেশে।
৬ পরে আব্রাম সমস্ত দেশ দিয়া গেল শখমের
জায়গায় মোরের আলন বৃক্ষ পর্য্যন্ত। তখন
৭ কনাঁয়নী বসতি করিল সে দেশে। পরে য়িহুহা
আব্রামের ঠাঁই দর্শন দিয়া বলিলেন তোমার
সন্তানেরদিগীকে দিব এ দেশ। তাহাতে সে স্থানে
যজ্ঞ কুণ্ড গাঁথিল য়িহুহার কারণ যিনি দর্শন দিয়া
৮ ছিলেন তাহাকে। তৎ পরে সে স্থান ছাড়িয়া গেল
বিতেলের পূর্ব্বদিগে এক পর্ব্বতে ও তাহার তাম্বু
খাড়া করিল সেখানে বিতেল পশ্চিম ও হায়ি পূর্ব্ব
দিগে রহিয়া ও সেখানে যজ্ঞ কুণ্ড গাঁথিল য়িহুহার
৯ কারণ ও নিবেদন করিল য়িহুহার নামে। তারপরে
আব্রাম ভ্রমন করিতে২ গেল দক্ষিন দিগে।

১০ তখন সে দেশে মন্বন্তর হইল তাহাতে আব্রাম
মিচ্রে বসতি করিতে গেল অতি মন্বন্তর দেশে
১১ হওনার্থে। তাহারা প্রায় মিচ্রে আসিয়া প্রবেশ
করিলে সে বলিল তাহার স্ত্রী শরীকে দেখ আমি জানি
১২ তুমি সুন্দরী অতএব মিচ্রীরা তোমাকে দেখিলে
বলিবে এই তাহার স্ত্রী তাহাতে তাহারা আমাকে বধ
১৩ করিবে ও তোমাকে বাঁচাইয়া রাখিবে এই বলিও
তুমি আমার ভগিনী এ হবে আমার অতি ভাল ও
আমার প্রান বাঁচিবে তোমারার্থে।
১৪ আব্রাম প্রবেশ করিলে মিচ্রীরা দেখিল অতি

১৫ সুন্দরী যাইয়া সে ফারোওার রাজারা ও তাহাকে
দেখিয়া ব্যাখ্যা করিল ফারোওার স্থানে তাহাতে সে
১৬ নারীকে লইয়া গেল ফারোওার বাটীতে। অতএব
সে সমাদর করিল আব্রামকে তাহারাথে ও তাহার
জিল মেষ ও গরু ও গাধা ও দাস ও দাসী ও গাধি
১৭ ও ওটগন। এবং য়িহুহা বড় পীড়া দিলেন
ফারোওা ও তাহার পরিজনকে আব্রামের স্ত্রী শরীর
১৮ কারন। পরে ফারোওা আব্রামকে ডাকিয়া বলিল
তুমি কি করিয়াছ আমাকে কেন বলিলা না সে
১৯ আমার স্ত্রী। কেন বলিলা সে আমার ভগিনী তাহাতে
আমি বিবাহ করিতাম তাহাকে। অতএব এখন
২০ দেখ তোমার স্ত্রী তাহাকে লইয়া যাও। তখন
ফারোওা আজ্ঞা করিল তাহার চাকরকে বিদায়
করিয়া দিতে তাহাকে অতএব তাহারা তাহাকে এবং
তাহার জায়া ও তাহার সমস্তকে বিদায় দিল।

পরে অতঃপর আব্রাম প্রস্থান করিল মিচর হইতে
১৩ যর্দনঁয়নের দক্ষিন ভাগে সে ও তাহার জায়া ও
তাঁহার সমস্ত সম্পদ লোট ও তাঁহার সহিৎ।
২ আব্রাম জিল অতি ধনবান স্বর্ন রুপ্য পশুগনে।
৩ পরে সে দক্ষিন জাত্রিয়া প্রস্থান করিতেং গেল
বীতেলে যে স্থানে পূর্ব্বে তাম্বু যাত্রা করিয়া জিলেন
৪ বীতেল ও হাঁয়ির মধ্য স্থলে সে যজ্ঞ কুণ্ডের স্থলে
যাহা নির্ম্মান করিয়া জিল পূর্ব্বে ও আব্রাম সে
স্থানে যাইয়া নিবেদন করিলেন য়িহুহার নামে।

৫ লোট ও গেল আব্রামের সহিৎ তাঁহারো ছিল
৬ মেষ গরুপালাদি ও তাম্বু তাহাতে দেশ ধরিতে
পারিল না তাহারদিগকে এক ঠাঁই বাস করিতে
তাহারদের বহু সম্পত্তির কারন একত্র থাকিতে
৭ পারে না। আব্রামের রাক্ষাল ও লোটের রাক্ষালের
দের কন্দল হইল। তৎকালে কনাঁয়নী ও পরজী
৮ বাস করিল সেই দেশে। তাহাতে আব্রাম বলিল
লোটকে আমি কাকুতি করি তোমাকে কন্দল হইতে
দিও না আমার ও তোমার কিম্বা তোমার ও আমার
৯ রাক্ষালে একারন আমরা ভাই। সমস্ত দেশ
তোমার সম্মুখে নহে ভিন্ন হও আমা হইতে তুমি
বাম দিগে গেলে আমি যাইব দক্ষিনে তুমি দক্ষিনে
১০ গেলে আমি বামে। তখন লোট দৃষ্টিপাত
করিয়া দেখিল য়ির্দনের সকল তীর চউর
যাওনের পথে তাহাতে দেখা অপূর্ব্ব জল চারিদিগে
য়িহুহা সদম ও ঔমরা সংহার করনের পূর্ব্বে
য়িহুহার ওদ্যানের মত ও মিজর দেশের মত।
১১ তখন লোট পচন্দ করিল য়ির্দনের তীর ও লোট
বাস করিল পূর্ব্ব দিগে তাহাতে তাহারা ভিন্ন হইল।
১২ আব্রাম বাস করিল কনাঁয়ন দেশে ও লোট বাস
করিল সমভূমির সহরে ও তাহার তাম্বু তুলিল
১৩ সদমের দিগে। কিন্তু সদমের লোক অতি দুষ্ট
ও পাপি য়িহুহার সম্মুখে।

১৪ য়িহুহা বলিলেন আব্রামকে লোট ভিন্ন হওনের পরে
তোমার স্থান হইতে দেখ উত্তর দক্ষিন পূর্ব্ব

১৫ পশ্চিমদিগে। একারন যে সমস্ত দেশ দেখিতে পাইবা
তাহা আমি দিব তোমাকে এবং তোমার সন্তানকে
১৬ চিরস্থায়ী। আমি করিব তোমার সন্তান পৃথিবীর
ধুলার ন্যায় তাহাতে যদি কেহ গনন করিতে পারে
পৃথিবীর ধুলা তবে তোমার সন্তান ও গন্য হইতে
১৭ পারে। ওঠ গতি কর সে দেশের দীর্ঘে প্রস্থে
১৮ একারন আমি তাহা দিব তোমাকে। তখন আব্রাম
সে স্থান হইতে তাম্বু লইয়া বসতি করিলেন মম্রির
সমভূমীতে তাহা ক্ষবরোন ও সে স্থানে নির্ম্মান
করিল যজ্ঞ কুণ্ড যিহুহার কারন।

পর্ব্ব শিনঔরের রাজা আম্রফল ও আলসরের রাজা
১৪ আরি ওয ও ঈলামের রাজা কদরলওমর ও আর২
২ বর্ন্নের রাজা তদওলের কালে এ মত্ত ছিল। এ সকল
যুদ্ধ করিল সদমের রাজা বরা ও গমরার রাজা বর্শা
ও আদমার রাজা শনাব ও জবিমের রাজা শম্মাবর
৩ ও বলা তাহা জঔরের রাজার সহিৎ। এই সকলে
মুহযেল হইল শদীমের মাটে তাহা এখন লবন
৪ সমুদ্র। দ্বাদশ বৎসর তাহারা কদরলওমরের
বস কিন্তু ত্রিয়োদশম বৎসরে তাহার বস ছাড়িল।
৫ অতএব চতুর্দ্দশম বর্ষে কদরলওমর ও তাহার
সহায় রাজাগন আইল এবং পরাস্ত করিল রফাঈর
দিগকে অশ্তরতে কনীমে ও জুজীরদিগকে হামে ও
৬ আইমীরদিগকে শোইকরিতীয়ে। ও হুরীরদিগকে
তাহারদের শঈীর পর্ব্বতে আইলপারন পর্য্যন্ত

৭ যাহা অরণ্যের দিগে। পরে তাহারা ফিরিল এবং আইন তিন মস্মটে যাহাকে এখন বলে কদশ ও পরাস্ত করিল ঔমলকীরদের সকল দেশ এবং আমরীর দিগকে ও যাহারা বাস করিল হৎসৎসন তমরে।

৮ এই সকলে বাহির হইলা সদমের রাজা ও ঔমরার রাজা ও আদমার রাজা ও সরিমের রাজা ও বলা তাহা. সওরের রাজা যুদ্ধ সাজিল শদীমের
৯ মাটে। ঔলামের রাজা কদরলওমর ও আরং লোকের রাজা তদল ও শিনওরের রাজা আমরফল ও আলসরের রাজা আরিওকের সহিং চারি রাজা
১০ পাঁচ রাজার বিপরিতে। শদীমের মাটে অনেক পঙ্কের খাত ছিল তাহাতে সদম ও ঔমরার রাজা পলাইয়া পড়িল তাহার মধ্যে এবং বক্রিরা পলাইল
১১ পর্ব্বতে তাহারা তখন সদম ও ঔমরার সমস্ত ভক্ষ্য
১২ ও ধন লইয়া গেল। তাহারাও আব্রামের ভ্রাতৃ পুত্র লোট যে বসতি করিল সদমে এবং তাহার
১৩ সামগ্রি ও লইয়া প্রস্থান করিল। পরে কেহ পলাইয়া সমাচার দিল আব্রাম ঔব্রীকে একারণ সে বসতি করিল মমরা আমরীর সখা ভ্রমীতে সে আশ্কল ও ওনরের ভাই ইহারা ও আব্রামের সখা ছিল।
১৪ আব্রাম তাহার ভ্রাতৃ পুত্র লইয়া যাওনের কথা শুনিয়া অস্ত্র সাস্ত্রে সাজাইল তাহার তিন শত অষ্টাদশ জন ভৃত্যেরদিগকে ও তাহারদিগকে তাড়িয়া
১৫ দিন দন পর্য্যন্ত। রাত্রে সে ও তাহার চাকর ভিন্নং করিয়া মারিতে প্রবৃত্ত হইল ও পিটিল তাহার

দিগকে হোবা পর্য্যন্ত যাহা দমশোকের বামে।
১৬ সে ও ফিরাইয়া আনিল সমস্ত সামগ্রি তাঁহার
ভ্রাতৃ পুত্র লোটকে ও তাহার সামগ্রি ও তাহার স্ত্রী
লোক ও লোকেরদিগকে।

১৭ এবং সদমের রাজা বাহির হইল শোইর মাটে
তাহা রাজার মাটে সাক্ষাৎ করিতে যখন তিনি
ফিরিলেন কদলওমর ও তাহার সাতের রাজারদের
১৮ মারণ হইতে। শলমের রাজা মল্কিসদক
আনিলেন রুটী ও দ্রাক্ষা রস তিনি ছিলেন সর্ব্বাধ্যক্ষ
১৯ প্রভুর পুরোহিত। ও তিনি তাহাকে বর দিয়া
বলিলেন সর্ব্বাধ্যক্ষ প্রভু স্বর্গ ও মর্ত্যের অধিকারির
২০ বর হওক আব্রামের ওপর। ও ধন্য সর্ব্বাধ্যক্ষ প্রভু
যিনি তোমার শত্রুকে পরাজয় করাইলেন তখন আব্রাম
২১ দিল সকলের দশাংশ তাহাকে। পরে সদমের
রাজা বলিল আব্রামকে দেহ আমাকে লোক ও তুমি
২২ লও সামগ্রি। তাহাতে আব্রাম বলিল সদমের রাজা
কে আমি ওঠাইয়াছি আমার হাত যিহুহা স্বর্গ মর্ত্যের
২৩ অধিকারিরদিগে। যাত্র এক গাছ ঘুতার সূত্রাদি
কোন কিছু না লইতে পাছে তুমি বলিবা আব্রামকে
২৪ ধনবান করাইয়াছি। ইহা ব্যতিরেক যুবা লোকেরা
যাহা খাইয়াছে আমার সঙ্গি লোকেরদের ভাগ ও
ঔনর আশ্কল ও মমরা তাহারা লওক তাহারদের ভাগ।

পর্ব্ব এই সকলের পরে যিহুহার বাক্য দর্শনীয়তে আইল
১৫ আব্রামের ঠাঁই কহিতে ভয় করিও না আব্রামরে

আমি তোমার ঢাল ও তোমার অত্যন্ত বড় ফলোদয়
২ তখন আব্রাম বলিল হে ভগবান যিহোবা কি দিবা
আমাকে আমি নিঃসন্তান হইয়াছি ও আমার
৩ বাটীর দিওয়ান এ আলওতর দমাশকী। তারপর
আব্রাম বলিল দেখ তুমি সন্তান দ্যাওনি আমাকে
ও দেখ এক দাস যে জন্মিল আমার ঘরে হইবেক
৪ আমার বীনাধিকারি। দেখ যিহোবার বাক্য আইল
তাহার স্থানে কহিয়া এ হইবে না তোমার বীনাধিকারি
কিন্তু যে বাহিরিবে তোমার আপনার বীর্য্য হইতে
৫ সেই হইবেক তোমার বীনাধিকারি। তৎপর তিনি
বাহিরে আনিয়া বলিলেন তাহাকে দৃষ্টি কর
আকাশের দিগে ও তারা গনন কর যদি পার।
এবং তিনি বলিলেন তাহাকে সেই মত হইবেক তোমার
৬ সন্তান। সে আস্থা করিল যিহোবার বাক্য ও ঈশ্বর
৭ গনিলেন তাহা তাহার ধর্ম্ম। এবং তিনি বলিলেন
তাহাকে আমি যিহোবা যে আনিলাম তোমাকে
খালদীয়দের আওর হইতে এ দেশাধিকার দিতে
৮ তোমাকে। তখন আব্রাম বলিল ওহে ভগবান
যিহোবা আমি কি মতে জানিব যে আমি হইব এদেশা
৯ ধিকারি। তিনি বলিলেন তাহাকে লইও তিন
বৎসরীয় একটা বৎস ও তিন বৎসরীয় একটা
ছাগী ও তিন বৎসরীয় একটা মেষ ও একটা ঘুঘু
১০ ও একটা পায়রার বাচ্চা আমার কারন। অতএব সে
এই সমস্ত লইয়া দুই ভাগ করিল ও খানং রাখিল

মনুষ্য মনুষ্যে কিন্তু পক্ষি দুই ভাগ করিল না।
১১ পক্ষিরা সে মৃতের ওপর ঝোঁ দিলে আব্রাম খেদাইয়া
১২ দিলেন তাহারদিগকে। পরে সূর্য্য অস্ত কালে ঘোর নিদ্রা আকর্ষণ করিল আব্রামকে দেখ মহা
১৩ ভয়ানক অন্ধকার পড়িল তাহার ওপর। তখন তিনি বলিলেন আব্রামকে নিশ্চয় জানহ তোমার সন্তান হবে বিদেশী এক দেশে যাহা তাহারদের নহে ও তাহারদের নফ্রালি করিবে তাহারা ও দুঃখ
১৪ দিবে তাহারদিগকে চারিশত বৎসর। যাহারদের নফ্রালি করিবে সে বর্ন্নকে আমি বিচার করিব তার পর তাহারা বাহিরে আসিবে বহু সম্পত্তি লইয়া।
১৫ ও তুমি সুখে যাবা তোমার পিতৃরদের কাছে তুমি
১৬ ভাল বৃদ্ধ কালে কবরে যাইবা। কিন্তু চতুর্থ পুরুষে তাহারা এখানে আসিবে পুনর্ব্বার একারণ
১৭ আমরীরদের দুষ্টতা এখন পূর্ণিৎ নহে। সূর্য্য অস্ত পরে অন্ধকার হইলে ধূমাবৃত ওনন ও প্রজ্বলিত প্রদীপ প্রবেশ করিল সে সকল খান খানের মধ্যে
১৮ দিয়া। সেই দিনে যিহুহা বন্দোবস্ত করিলেন আব্রামের সহিৎ বলিয়া তোমার সন্তানকে আমি দিয়াছি এ দেশ মিসরের নদী হইতে বড় নদী ফরাত
১৯ পর্য্যন্ত কীনী ও কনজী ও কদমনী ও হিত্তী ও ফরজী
২০ ও রফাঈম ও আমরী ও কনাঁয়নী ও গার্গশী
২১ ও যিবোসী।

পর্ব্ব আব্রামের স্ত্রী শরীর অপত্য ছিল না কিন্তু তাহার
১৬ ছিল এক মিসরী দাসী তাহার নাম হাগার। এহৎ

২ শরী বলিল আব্রামকে দেখ যিহোবা বন্ধ্যা করিয়াছেন
আমাকে এখন যাও আমার দাসীর কাছে যদিত
তাহা হইতে পারবে বংশ। আব্রাম শুনিল
৩ তাহার স্ত্রীর বাক্য। পরে আব্রামের স্ত্রী শরী
আনিল তাহার মিছরী দাসী এবং আব্রাম কনাঁয়ন
দেশে দশ বৎসর বসতি করনের পরে শরী তাহার
স্বামীর বিবাহ দিল তাহার সহিৎ।

৪ তারপর আব্রাম সংসর্গ করিল হাগারের সহিৎ
তাহাতে সে গর্ব্ভবতী হইল পরে আপনার গর্ব্ভ
জানিয়া অশুদ্ধা করিল আপনার ঠাকুরাণীকে।
৫ পরে শরী বলিল আব্রামকে যে বিপাক আমি পাই
তাহা হওক তোমার উপর আমি দিয়াছি আমার
দাসী তোমার হৃদয়ে কিন্তু সে আপনি গর্ব্ভবতী
দেখিলে আমি অশুদ্ধায় হইলাম তাহার দৃষ্টে যিহোবা
৬ বিচার করুন আমার ও তোমার মধ্যে। কিন্তু
আব্রাম বলিল শরীকে দেখ তোমার দাসী তোমার
হস্তবস কর তাহাকে যাহা তোমার ইষ্ট যখন শরী
শক্তাই করিল তাহাকে তখন সে পলাইল তাহার
সন্মুখ হইতে।

৭ অতঃপর যিহোবার দূত পাইল তাহাকে অরণ্যে
এক ঝোরার সান্নিধ্যে শোরের পথের ঝোরার
৮ সান্নিধ্যে। ও বলিল ও লোহাগার শরীর দাসী কোথা
হইতে আইলা ও কোথায় যাও। সে বলিল আমি
পলাইতেছি আমার ঠাকুরানী শরীর সন্মুখ হইতে।
৯ তাহাতে যিহোবার দূত বলিল তাহাকে ফিরিয়া যাও

তোমার ঠাকুরানীর স্থানে ও বিনত হও তাহার কর
১০ তলে। য়িহুহার দূত ও বলিল তাহাকে আমি
অত্যন্ত বহু করাব তোমার বংশ তাহাতে কোন কেহ
১১ গননা করিতে পারিবে না তাহারদিগকে। পরে
য়িহুহার দূত বলিল তাহাকে দেখ তুমি অন্তরাপত্য
ও পুত্র প্রসব হইবা তুমি তাহার নাম রাখিবা
য়িশমঈল একারন য়িহুহা অবধীন করিয়াছেন
১২ তোমার দুঃখ। সে হইবে বন মানুষ তাহার হস্ত
হবেক প্রতি জনের বিপরিতে ও প্রতি জনের হস্ত
তাহার বিপরিতে সে ও বাস করিবে তাহার ভ্রাতার
১৩ দের সন্মুখে। য়িহুহা যিনি কথা কহিলেন তাহার
সহিৎ হাগার বলিল তাহার নাম তুমি প্রভু আমার
দর্শক একারন বলিল আমিও প্রথম দৃষ্টি করিয়াছি
১৪ তাহারদিগে যিনি দেখিলেন আমাকে। অতএব সে
কূপের নাম বারলা স্কীরাই দেখ তাহা কদশ ও
বরদের মধ্য স্থানে।

১৫ এবং হাগার প্রসব হইল আব্রামের পুত্র আব্রাম
রাখিল তাহার পুত্রের নাম য়িশমঈল যাহাকে হাগার
১৬ প্রসব হইল। আব্রামের বয়ক্রম ছেয়াশি
বৎসর হইলে হাগার প্রসব হইল য়িশমঈল আব্রাম
হইতে।

পর্ব্ব তারপর আব্রামের বয়ক্রম নিরানব্বই বৎসর
১৭ হইলে য়িহুহা দেখা দিলেন আব্রামকে ও বলিলেন

তাহাকে আমি সর্ব্বশক্তি প্রভু আচরণ কর আমার
২ গোচরে এবং শুদ্ধহ। ও আমি বন্দোবস্ত করিব
তোমার ও আমার মধ্যে আমি ও করাইব তোমাকে
৩ অনেকং লোক। তাহাতে আব্রাম প্রণাম করিল।
৪ পরে ঈশ্বর কহিলেন তাহাকে এ কথা আমি ও দেখ
আমার বন্দোবস্ত আছে তোমার সহিং তুমি হইবা
৫ অনেক বংশের গোত্র। ইহার পরে ও তোমার নাম
আব্রাম হবে না কিন্তু তোমার নাম হইবে আবরহাম
একারণ আমি করিয়াছি তোমাকে অনেক বংশের
৬ গোত্র। আমি ও করিব তোমাকে অতি ফল পূর্ণ আমি
ও উৎপন্ন করাইব অনেক বংশ তোমা হইতে রাজারা
৭ হইবে তোমা হইতে। আমি ও দৃঢ় করিব আমার
বন্দোবস্ত আমার ও তোমার মধ্যে তোমার পরে
ও তোমার সন্তানের তাহারদের পুরুষানুক্রমে
অনন্ত বন্দোবস্তর কারণ তাহাতে আমি হইব তোমার
৮ ঈশ্বর ও তোমার সন্তানের তোমার পরে। আমি
ও তোমাকে ও তোমার পরে তোমার সন্তানকে দিব
সে দেশ যেখানে তুমি প্রবাসি কনানান সমস্ত
দেশ অনন্ত অধিকারের কারণ আমি ও হইব
তাহারদের ঈশ্বর।

৯ পরে ঈশ্বর বলিলেন আবরহামকে অতএব তুমি
মান আমার বন্দোবস্ত তুমি ও তোমার পরে তোমার
১০ সন্তান তাহারদের পুরুষানুক্রমে। এই আমার বন্দো
বস্ত যাহা তুমি পালন করিবা আমার ও তোমার
মধ্যে তোমার পরে ও তোমার সন্তানেরদের প্রতি

১১ পুরুষ মানুষের তকছেদ হওক। এবং তোমারদের
তকছেদ হবে তোমারদের নুনির চর্ম্ম ইহা হবেক
১২ বন্দোবস্তের চিহ্ন আমার ও তোমার মধ্যে। আট
দিন বয়ক্রমে প্রতি পুরুষ ছায়ালের তকছেদ হবেক
তোমার পুরুষানুক্রমে। যে অন্যায়াচে ঘরে কিম্বা ধন
ক্রীত বিদেশ হইতে যাহারা নহে তোমার সন্তান।
১৩ এবং যে কেহ অন্যায়াচে তোমার ঘরে কিম্বা ধনক্রীত
হইয়াচে তাহার তকছেদ করনের অতি আবশ্যক
আচে তাহা হইবে আমার বন্দোবস্তের চিহ্ন তোমার
১৪ দের মাংস অনন্ত বন্দোবস্তের কারন। কিন্তু
অতকছেদি বালক যাহার নুনির চর্ম্ম তকছেদ নহে
সে প্রানিকে ছেদ করিতে হবেক তাহার লোক
হইতে সে ভাঙ্গিয়াচে আমার বন্দোবস্ত।

১৫ ঈশ্বর ও বলিলেন আবরহামকে তোমার জায়া শরী
ও তাহার নাম বলিও না শরী কিন্তু শারা হবেক
১৬ তাহার নাম। আমি বর দিব তাহাকে ও এক পুত্র
দিব তোমাকে তাহার গর্ব্ভ হইতে অবশ্য আমি বর
দিব তাহাকে ও সেই হইবেক অনেক বর্ন্নের গোত্রী
১৭ এবং অনেক রাজা হইবেক তাহা হইতে। তখন
আবরহাম ভ্রূমিষ্ঠ হইয়া হাসিল ও মনেং বলিল
এক শত বৎসর বয়সে ছায়াল হবেক ও শারা
১৮ নব্বই বৎসরে প্রসব হবেক। পরে আবরহাম
বলিল ঈশ্বরকে আহা যদি য়িশমএল ভাল থাকিবে
১৯ তোমার গোচরে। তাহাতে ঈশ্বর বলিলেন তোমার
স্ত্রী শারা অবশ্য পুত্র প্রসব হইবেক ও তুমি তাহার

নাম য়াশিবা য়িজক্কক আমি ও দৃঢ় করিব আমার
বন্দোবস্ত তাহার সহিৎ অনন্ত বন্দোবস্তের কারণ
২০ ও তাহার পর তাহার সন্তানের সহিৎ। য়িশমঈ
লের বিষয়ও আমি শুনিয়াছি তোমার কথা দেখ
আমি বর দিয়াছি ও ফল পূর্ণ করিব তাহাকে এবং
আরং করাইব তাহাকে সে হইবেক দ্বাদশ রাজার
২১ জন্মদাতা আমিও করাইব তাহাকে বড় বর্ণ। কিন্তু
আমার বন্দোবস্ত দৃঢ় করিব য়িজক্কের সহিৎ
যাহাকে শারা প্রসব হইবেক তোমা হইতে আগত
২২ বৎসরের এই কালে। এবং তিনি তাহার সাতে
কথোপ কথন শাপ্ত করিলে ঈশ্বর প্রস্থান করিলেন
আবরহামের নিকট হইতে।

২৩ তখন আবরহাম তাহার পুত্র য়িশমঈল ও সমস্ত
যাহারা জন্মিল তাহার ঘরে ও সমস্ত যাহারা ধনক্রীত
আবরহামের ঘরের প্রতি পুরুষকেই লইয়া তকচ্ছেদ
করিল তাহারদের নুনি একি দিনে যেমত য়িহুহা বলিয়া
২৪ ছিলেন। আবরহামের বয়ক্রম নিরানব্বই বৎসর
২৫ হইলে তাহার তকচ্ছেদ ছিল তাহার নুনি। ও য়িশ
মঈলের বয়ক্রম ত্রিয়োদশ বৎসর হইলে তাহার
২৬ তকচ্ছেদ হইল নুনি। সেই দিনে আবরহামের তকচ্ছেদ
২৭ ছিল ও য়িশমঈল তাহার পুত্রের ও তাহার বাটীর
দাস লোক ঘরে জন্মিত কিম্বা ধনক্রীত বিদেশ হইতে
তাহারদের ও তকচ্ছেদ ছিল তাহার সহিৎ।

পর্ব্ব ১৮ তৎপরে য়িহুহা দেখা দিলেন তাহাকে মমরার
আলন বৃক্ষের তলে সে তখন বসিয়াছিল তাম্বুর

২ দ্বারে মধ্যাহ্ন সময়। ও চাহিয়া দেখিল তিন জন
দণ্ডাইতেছে তাহার কাছে ও তাহারদিগকে
দেখিয়া দৌড়িলেক তাম্বুর দ্বার হইতে তাহারদের
৩ সহিৎ সাক্ষাত করিতে ও ভূমীষ্ঠ হইল। পরে
বলিল আমার মহাশয়রা এখন যদি আমি পাইয়াছি
দয়া তোমারদের দৃষ্টে আমি সাবিনা করি তোমার
৪ দিগকে ছাড়িয়া যাইও না তোমারদের দাসকে আমি
যাইয়া কিছু জল আনিয়া দেই তোমরা পাদপ্রক্ষালন
৫ করিয়া বৈস বৃক্ষের ছায়ায় আমি ও আনিতে যাই
কিঞ্চিৎ রুটী তাহাতে তৃপ্ত কর তোমারদের
অন্তঃকরণ তারপর যাও তোমরা ইহার জন্য
আইলা তোমারদের দাসের ঠাঁই। তখন তাহারা
৬ বলিল যাহা কহিয়াছ তাহা কর তাহাতে আবরহাম
শারার ঠাঁই তাম্বুতে শীঘ্র প্রবেশ করিয়া বলিল
তাহাকে শীঘ্র করিয়া প্রস্তুত কর তিন পাটি বেশ ময়দা
৭ ও বেলিয়া রুটী কর আমার ওপর। আবরহাম
ও গরু পালে দৌড়িয়া আনিল একটা বাছুর কোমল ও
ভাল ও দিল এক যুবা লোককে যে শীঘ্র রসই
৮ করিল তাহা সে ও লইল মাখন ও দুগ্ধ ও বাছুর
যাহা রসই করাইয়া ছিল ও থুইল তাহারদের
সম্মুখে ও তাহারদের নিকটে বৃক্ষের তলায় দণ্ডাইলে
তাহারা ভোজন করিল।

৯ পরে তাহারা বলিল তাহাকে তোমার স্ত্রী শারা
১০ কোথায় সে বলিল দেখ ঐ তাম্বুতে। সে বলিল
আমি অবশ্য ফিরিয়া আসিব তোমার স্থানে কাল

ক্রমে ও দেখ তোমার স্ত্রী শারা পাইবে পুত্র। শারা
শুনিল তাহারদের কথা পশ্চাৎ কথয়া তাম্বুর
১১ দ্বারে। সে কালে আবরহাম ও শারা ছিল অতি
১২ বৃদ্ধ ও স্ত্রী পুরুষের সময় গিয়াছিল। অতএব
শারা আপনা আপনি হাসিয়া বলিল আমি অতি বৃদ্ধ
হওনের পরে পাইব সন্তোষ আমার নাথ ও বৃদ্ধ
১৩ হইয়া। তখন য়িহুহা বলিলেন আবরহামকে
কিমার্থে শারা হাসিল বলিয়া আমি বৃদ্ধা আমি
১৪ কেমনে পুত্র প্রসব হইব। কোন কর্ম্ম কঠিন
য়িহুহার ঠাঁই। নিরূপিত সময়ে আমি
ফিরিয়া আসিব তোমারদের কাছে কালানুক্রমে
১৫ এবং শারা পাইবেক পুত্র। তখন শারা ভীতা
হইয়া অস্বীকার গেল ও বলিল আমি হাসি
নাই তিনি বলিলেন নহে তুমি অবশ্য
হাসিয়াছ।

১৬ তারপর সে লোকেরা সে স্থান ছাড়িয়া গেলে
মুখ করিল সদমেরদিগে ও আবরহাম গেল তাহার
১৭ দের সঙ্গে পথ দেখাইতে। তখন য়িহুহা বলিলেন
১৮ আমি গুপ্ত করিব আবরহাম হইতে যাহা করিতে চাহি
অবরহাম অবশ্য হইবেক বড় শক্তিমন্ত বর্ণ পৃথিবীর
১৯ সকল বর্ণ ও হইবেক ধন্য তাহার করণক একারণ
আমি জানি তাহাকে সে আজ্ঞা করিবেক তাহার
সন্তানেরদিগকে ও বাটীর সকলকে রক্ষা করিতে
য়িহুহার পন্থ ও করিতে যথার্থ ও বিচার ইহাতে য়িহুহা
তাহা করিবেন আবরহামকে যাহা বলিয়াছেন তাহার

২০ বিষয়। পরে যিহোহা বলিলেন সদম ও ঔমরার
২১ স্থিন বড় হইয়াছে তাহা অতি ভারি তেকারণ
আমি এখন নামিয়া দেখিব যদি তাহারদের ক্রিয়া
সে স্থিনিরানুযায়ি যাহা আসিয়াছে আমার স্থানে
২২ ও যদি নহে তবে জানিব। পরে সে লোকেরা সে
স্থান ছাড়িয়া চলিল সদমের দিগে কিন্তু আবরহাম
সেই পর্য্যন্ত তওাইলেন যিহোহার সাক্ষাতে।

২৩ তখন আবরহাম নিকটে আসিয়া বলিলেন
প্রকৃতার্থিক পাপিরদের সহিৎ সংহার করিবা।
২৪ পঞ্চাশ যথার্থিক সে সহরে থাকিলে তথাপি সংহার
করিবা ও দয়া না করিবা পঞ্চাশ প্রকৃতার্থিকের কারণ
২৫ যাহারা তাহার মধ্যে। সে কার্য্য করণ হওক না
তোমার সংহার করিতে যথার্থিক দুষ্টেরদের সহিৎ
যথার্থিক লোক ও দুষ্টের তুল্য করিতে সে কার্য্য হওক
না তোমার সমস্ত পৃথিবীর বিচার কর্ত্তা কি সত্য
২৬ বিচার করিবেন না। যিহোহা বলিলেন আবরহামকে
আমি সদমের মধ্যে পঞ্চাশ যথার্থিক সে সহরে
পাইয়া রক্ষা করিব সমস্ত স্থান তাহারদেরাথে।
২৭ পুনর্ব্বার আবরহাম প্রত্যুত্তর করিল এখন আমি
২৮ ধুলা ভাই কহিতে লাগিলাম যিহোহাকে যদি পাঁচকম
পঞ্চাশ যথার্থিক তবে সংহার করিবা সমস্ত সহর
পাঁচ কমের কারণ তিনি বলিলেন যদি আমি পাই
সেখানে পয়তাল্লিশ তবে তাহা সংহার করিব
২৯ না। আবরহাম আরবার বলিল তাঁহাকে যদি

চল্লিশ পায়া যায় সেখানে। তিনি বলিলেন তবু
৩০ তাহা সংহার করিব না সে চল্লিশেরার্থে। পরে
সে বলিল তাহাকে আহা আমার ভগিবান ক্রোধি
করিও না ও আর কিজু কহিব যদি ত্রিশ জন পায়া
যায় সেখানে তিনি বলিলেন সংহার করিব না
৩১ তাহা যদি পাই ত্রিশ জন সেখানে। পরে
সে বলিল দেখ আমার প্রভুকে কহিতে লাগিয়াছি
যদি বিশ জন পায়া যায় সেখানে। তিনি
বলিলেন আমি সংহার করিব না বিশ জনেরার্থে।
৩২ সে বলিল আহা আমার ভগিবান ক্রোধি করিও না
আর কহিব না কেবল এ বার। যদি সেখানে দশ
জন পায়া যায়। তিনি বলিলেন আমি সংহার
৩৩ করিব না সে দশেরার্থে। যিহুহা আবরাহামের
সহিৎ কথা কহন শাঙ্গ করিয়া প্রস্থান করিলেন
আবরাহাম ও ফিরিয়া গেল তাহার স্বস্থানে।

পর্ব্ব ১৯ সন্ধ্যা কালে দুই দূত আইল সদমে ও লোট
বসিয়া ছিল সদমের দ্বারে ও তাহারদিগকে
দেখিয়া সাষ্টাংৎ করিতে গেল তাহারদের কাছে
২ এবং অষ্টাঙ্গে প্রনাম করিল। ও বলিল
অহে আমার প্রভুরা আমি মাবিনা করি
তোমারদিগকে ফিরিয়া আইস তোমারদের দাসের
বাটীতে ও স্থিতি কর সে স্থানে সমস্ত রাত্রি তোমার
দের পদ ও ধৌত কর তৎপরে প্রাতে উঠিয়া প্রস্থান
কর। তাহারা বলিল নহে কিন্তু আমরা থাকিব

৩ গলিতে সমস্ত রাত্রি। সে বিস্তর স্তোভ দিল
তাহারদিগকে অতএব তাহারা ফিরিলে আসিয়া
প্রবেশ করিল তাহার বাটীতে পরে সে তাহারদের
কারন সমুট করিল এবং বেখমির রুটি গড়াইলে
তাহারা ভোজন করিল।

৪ তাহারদের শয়নের পূর্ব্বে সহরের মনুষ্যেরা
সদমের মনুষ্যেরাই সমস্ত লোক বাল বৃদ্ধ সহরের
আদ্যান্তে আসিয়া বেরিল তাহার বাটীর চতুর্দ্দিগে।

৫ এবং ডাকিয়া বলিল লোটকে কোথায় সে মনুষ্যেরা
যাহারা অদ্য রাত্রি আইল তোমার কাছে তাহার
দিগকে বাহির কর আমরা সংসর্গ করিব তাহার

৬ দিগের সহিং। তখন লোট দ্বার বন্ধ করিয়া

৭ বাহিরে গেল তাহারদের কাছে ও বলিল আমি মাবিনা
করি তোমারদিগকে ভাই সকল এমত দুষ্ট ক্রিয়া

৮ করিও না। দেখ আমার অদত্তা দুই কন্যা
আছে আমি মাবিনা করি তোমারদিগকে আমি
বাহিরে আনি তাহারদিগকে কর তাহারদের প্রতি
যাহা তোমরা ভাল বাস কিন্তু এ লোকেরা
আসিয়াছে আমার চালের ছায়ায় সে করিন কিছুই

৯ বলিও না তাহারদিগকে তাহাতে তাহারা বলিল
দূর হও তাহারা ও বলিল পুনর্ব্বার এ এক বেটা কিছু
কাল থাকিতে আইল এখানে। সে বিচার কর্ত্তা হইতে
চাহে। এখন আমরা করিব তোকে তাহারদিগ হইতে
মন্দ। ও তাহারা বিস্তর ঠেলা ঠেলি করিল লোটের

১০ ওপরে ও দ্বার ভাঙ্গিতে নিকটে আইল। কিন্তু সেই
লোকেরা হাত বাড়াইয়া লোটকে টানিয়া লইল
১১ আপনারদের কাছে ও দ্বার বন্ধ করিল। কিন্তু
তাহারা অন্ধ করাইল তাহারদিগকে যাহারা ঘরের
দ্বারে তাগুইল ছোট বড় আদি ইহাতে তাহারদের
ব্যায়হ হইল দ্বার পাইতে।

১২ পরে সেই দুই জনেরা বলিল লোটকে তোমার
আর কেহ আছে এখানে জামাতা পুত্র কন্যা যে কেহ
তোমার থাকে সহরের মধ্যে বাহির করহ সে সকল
১৩ কে এখান হইতে একারণ আমরা সংহার করিব
এ স্থান ইহারদের কুব্বনি অতি বড় হইয়াছে
য়িহুহার শ্রবনে অতএব য়িহুহা পাঠাইয়া দিলেন
১৪ আমারদিগকে সংহার করিতে এ সহর। তাহার
জামাতারা সেখানে যে বিবাহ করিয়াছিল তাহার
কন্যারদিগকে অতএব লোট যাইয়া কহিল উঠ বাহির
হও এ স্থান হইতে একারণ ত্বরায় য়িহুহা সংহার
করিবেন এ সহর। কিন্তু তাহার জামাতারা বুঝিল
যে সে শ্লেষ করিল তাহারদিগকে।

১৫ অতএব ওষা হইলে সে দূতেরা তাগাদা করিল
লোটকে বলিয়া ওঠখান কর তোমার স্ত্রীকে
লও ও তোমার দুই কন্যা যাহারা আছে
এখানে নতুবা সংহার হইবা সহরের দুষ্টতায়।
১৬ তাহারা বিলম্ব করিতেং সেই দুই লোক তাহার ও
তাহার জায়া ও তাহার দুই কন্যার হস্ত আকর্ষন

করিয়া তাহারদিগকে বলাইল সহরের বাহিরে এ
১৭ কারণ যিহোবার দয়া হইল তাহার ওপর। তাহারা
তাহারদিগকে বাহিরে আনিয়া বলিল দ্রুত যাও।
পশ্চাতে দৃষ্টি করিও না। সমভূমিতে রহিও না।
পালইয়া যাও পর্ব্বতে নতুবা তোমরা সংহার হবা।
১৮ তখন লোট বলিল তাহারদিগকে আহা আমার প্রভু
১৯ তাহা নহে। দেখ তোমার দাস পাইয়াছে কৃপা তোমার
দৃষ্টে ও তুমি বড় প্রকাশ করিয়াছ তোমার ক্ষেমা যাহা
করিয়াছ আমার ওপর আমার প্রান বাঁচাইয়া আমি
ও জাতিয়া যাইতে পারি না পর্ব্বতে কি জানি পাছে
২০ কোন আপদ পড়িলে মরিব। দেখ এখন এ সহরে
পালাইতে সান্নিধ্য আমাকে পালাইতে দেহ সে
খানে ও আমার প্রান বাঁচিবেক। তাহা ছোট নহে।
২১ তিনি বলিলেন তাহাকে দেখ আমি গ্রহন করিয়াছি
তোমার নিবেদন তাহাতে সংহার করিব না এ
২২ সহর যাহার কথা বলিয়াছ। শীঘ্র করিয়া পলাও
সেখানে একারণ আমি কিছুই করিতে পারি না তুমি
সেখানে না ওতরিলে অতএব সে সহরের
নাম হইল ছওর।

২৩ সূর্য্য ওদয় কালে লোট প্রবেশ করিল ছওরে।
২৪ তখন যিহোবা বর্ষাইলেন সদম ওমরার ওপর গন্ধক
২৫ অগ্নি স্বর্গ থাকিয়া যিহোবা হইতে ও তিনি সংহার
করিলেন সে সকল সহর ও সমস্ত সমভূমি ও
সহরের সমস্ত নিবাসী ও ভূমির যাহা ওৎপন্ন
২৬ হইল। কিন্তু তাহার জায়া পশ্চাতে নিরক্ষন করিয়া

২৭ হইল লবন স্তম্ভ। প্রাতে আব্রেহাম গতি
করিল সে স্থানে যেখানে তাড়াইয়াছিল যিহুহার
২৮ সম্মুখে ও দৃষ্টি করিল সদম ও ঔমরা ও সমস্ত
সমভূমির দিগে ও দেখিল সে দেশের ধূম ঊর্দ্ধে
গতি ভত্তে আকরের ধূমের ন্যায়।

২৯ এই মত হইল যখন ঈশ্বর সংহার করিলেন সে
সমভূমির সহর তখন ঈশ্বর মনে করিলেন
আবরহাম ও অন্তর করিলেন লোটকে সে সংহার
হইতে যখন তিনি সংহার করিলেন সে সহর
যাহাতে লোট বসতি করিল।

৩০ পরে লোট প্রস্থান করিল চঊর হইতে ও বসতি
করিল পর্ব্বতে তাহার দুই কন্যা ও তাহার সহিত।
চঊরে রহিতে ভীত হইল সেকারণ বাস করিল
পর্ব্বতের গুহায় সে ও তাহার দুই কন্যা।

৩১ পরে জ্যেষ্ঠা বলিল কনিষ্ঠাকে আমারদের পিতা
বৃদ্ধ এবং কোন কেহ নহে আমারদের নিকট
৩২ আসিতে পৃথিবীর ব্যবহার মত। আইস আমরা
আমারদের পিতাকে দ্রাক্ষা রস পান করাইব আমরা
ও শয়ন করিব তাহার সহিত এই মতে আমরা রক্ষা
৩৩ করিব আমারদের পিতার বংশ। অতএব তাহারা
তাহারদের পিতাকে দ্রাক্ষা রস পান করাইল সেই
রাত্রি ও জ্যেষ্ঠা আসিয়া শয়ন করিল তাহার পিতার
সহিত ও সে জানিল না কখন শয়ন করিল কখন
৩৪ উত্থান করিল। প্রভাতে জ্যেষ্ঠা বলিল কনিষ্ঠাকে
দেখ আমি কল্য শয়ন করিলাম আমার পিতার

সহিত আইস আমরা আজিকার রাত্রি দ্রাক্ষা রস
পান করাই তাহাকে ও তুমি যাইয়া শয়ন কর তাহার
সহিত এই মতে আমরা রক্ষা করিব আমারদের
৩৫ পিতার বংশ। তাহাতে সে রাত্রি ও তাহারা দ্রাক্ষা
রস পান করাইল তাহারদের পিতাকে। পরে কনিষ্ঠা
যাইয়া শয়ন করিল তাহার সহিত ও সে জানিল না
৩৬ কখন শুইল কখন উত্থান করিল। এই মতে
লোটের দুই কন্যা গর্ব্ভবতী হইল তাহারদের পিতা
৩৭ হইতে। ও জ্যেষ্ঠা পুত্র প্রসব হইলে তাহার নাম
রাখিল মোয়াব সে হইল মোয়াবীয়দের গোত্র আজি
৩৮ পর্য্যন্ত। কনিষ্ঠা সে ও পুত্র প্রসব হইল ও তাহার নাম
রাখিল বেনঊমি সে হইল ঊমনীর গোত্র আজি পর্য্যন্ত।

পর্ব্ব ২০ পরে আবরহাম ভ্রমণে চলিল দক্ষিণ দেশেরদিগে
১ ও বাস করিল গরারে যাহা কদশ ও শোরের মধ্য
স্থলে। তখন আবরহাম বলিল তাহার ভার্য্যা শরার
বিষয় ইনি আমার ভগিনী তাহাতে গররের অবি
মলখ রাজা লোক পাঠাইয়া লইয়া গেল শরাকে।
৩ কিন্তু রাত্রে ঈশ্বর অবিমলখের ঠাঁই স্বপ্নে আসিয়া
বলিলেন দেখ যে স্ত্রী তুমি লইয়াছ সে এক জনের
ভার্য্যা অতএব তাহার কারনে তুমি মৃতবৎ যাত্র।
৪ কিন্তু অবিমলখ তাহার নিকট গিয়াছিল না অতএব
সে বলিল আরে প্রভু তুমি ও সংহার করিবা
যথার্থিক বর্নকে। সেই বলিল আমাকে এ আমার
৫ ভগিনী সে ও আপনি বলিল এ আমার ভাই
অতএব আমার অন্তঃকরনের সাধুতায় ও হাতের

৬ নির্ম্মলতায় আমি ইহা করিয়াছি। তাহাতে
ঈশ্বর স্বপ্নে বলিলেন তাহাকে সত্য আমি জানি
তুমি ইহা করিয়াছ তোমার অন্তঃকরণের শুদ্ধতায়
একারণ আমি ও ফিরাইলাম তোমাকে আমার
বিপরিতের পাপ হইতে অতএব তাহাকে স্পর্শ করিতে
৭ দিলাম না। এখন সে মানুষের জায়া ফিরাইয়া
দেহ আরবার একারণ সে এক ভবিষ্যৎ বক্তা সে ও
কামনা করিবে তোমার কারণ তাহাতে তুমি বাঁচিবা
কিন্তু তাহাকে ফিরাইয়া না দিলে অবশ্য মরিবা
৮ তুমি ও তোমার সকল। অতএব আবিমলখ
প্রত্যুষায় উত্থান করিল ও তাহার সমস্ত চাকরকে
ডাকিয়া বলিল এই২ সমস্ত তাহাতে সে মানুষেরা
৯ বড়ই ভীত হইল। তখন আবিমলখ আবরহামে
কে ডাকিয়া বলিল কি করিয়াছ আমারদিগকে
আমি কি দাইট করিয়াছি তোমার বিপরিতে তাহাতে
আনিয়াছ আমার ও আমার রাজ্যের ওপর মহা পাপ
১০ তুমি করিয়াছ অকর্ত্তব্য কার্য্য আমার ঠাঁই। আবি
মলখ ও বলিল আবরহামকে কি দেখিয়া ইহা
১১ করিলা। আবরহাম বলিল আমি ভাবিলাম
ঈশ্বরের ভয় কদাচ নহে এ স্থানে ও তাহারা বধ
১২ করিবে আমাকে আমার জায়ার কারণ। কিন্তু
নিতান্ত সে আমার ভগিনী আমার পিতার কন্যা
কিন্তু আমার মাতার কন্যা নহে এবং সে হইল
১৩ আমার জায়া। যখন ঈশ্বর আমাকে যাত্রা
করাইলেন আমার পিতার বাটী হইতে তখন আমি

বলিলাম তাহাকে এই তোমার দয়া যাহা করিবা
আমাকে যে স্থানে আমরা ওতুবিব তুমি কহ ইনি
১৪ আমার ভ্রাতা। তৎপরে আবিমলখ মেষ গরু
দাস দাসী লইয়া দিল আবরহামকে ও ফিরিয়া দিল
১৫ তাহার স্ত্রী শরাকে তাহার ঠাঁই। আবিমলখ ও বলিল
দেখ আমার দেশ আছে তোমার সম্মুখে বসতি
১৬ কর যেখানে তোমার ইচ্ছা। সে বলিল শরাকে
দেখ আমি দিয়াছি তোমার ভাইকে সহস্র থান রূপা
দেখ সে আছে তোমার চক্ষের আচ্ছাদক তোমার
সঙ্গের লোক ও আর২ সমস্তের ঠাঁই সে মত বিচার
করিত ছিল সে।

১৭ তৎপরে আবরহাম কামনা করিল ঈশ্বরের ঠাঁই
অতএব ঈশ্বর সুস্থ করিলেন আবিমলখ ও তাহার
ভার্য্যা ও তাহার দাসীদিগকে ও তাহারা পুত্রবতী
১৮ হইল একারণ যিহুহা বন্ধ্যা করিয়া ছিলেন আবিম
লখের বাটীর সমস্তকে আবরহামের ভার্য্যা শরার
কারণ।

পর্ব্ব ২১ তৎপরে যিহুহা তাহার বাক্যানুযায়ি মনে
করিলেন শরাকে যিহুহা ও করিলেন শরাকে যে
২ মত কহিয়া ছিলেন। একারণ শরা গর্ব্ভিনী
হইয়া প্রসব হইল আবরহামের পুত্র তাহার বার্দ্ধক্যে
দশায় সে নিরূপিত সময় যাহা ঈশ্বর বলিলেন
৩ তাহাকে। আবরহাম রাখিল তাহার ঔরস জাত পুত্রের
৪ নাম যিচহক যাহাকে শরা প্রসবিল। তৎপর
আবরহাম তাহার যিচহক পুত্রের ত্বকচ্ছেদ করিলেন

অষ্ট দিবস বয়ক্রমে যেমন ঈশ্বর আজ্ঞা করিলেন
৫ তাহাকে। আবরহামের একশত বৎসর বয়ক্রমে
তাঁহার যিজক্ষক পুত্র জন্মিল।

৬ তাহাতে শরা বলিল ঈশ্বর আমাকে হাসাইয়াছেন
অতএব যে কেহ শুনে সে হাসিবে আমার সহিত।
৭ সে ও বলিল কে বলিতে পারিত আবরহামকে যে
শরা শিশুদিগকে স্তন পান করাইবেক একারণ
আমি তাঁহার বৃদ্ধাবস্থায় প্রসব হইলাম পুত্র।
৮ পরে বালক বড় হইলে স্তন ত্যাগ করাইল ও
আবরহাম বড়ই সম্ভ্রাট করিল সেই দিবস যাহাতে
যিজক্ষককে স্তন ত্যাগ করাইল।

৯ তৎকালে শরা দেখিল মিজরী হাগারের পুত্র
যাহাকে সে প্রসব হইল আবরহাম হইতে নিন্দা
১০ করিতেং এতদর্থে সে বলিল আবরহামকে যে দাইয়া
দেহ এ দাসী যাগী ও তাহার পুত্রকে একারণ এ
দাসী যাগীর পুত্র সম্পত্যাধিকারি হবেক না আমার
১১ পুত্র যিজক্ষকের সহিত। এ বাক্যে আবরহামের
অতি ক্ষোভ হইল তাহার পুত্রের কারণ।

১২ তাহাতে ঈশ্বর বলিলেন আবরহামকে ক্ষোভিত
হইও না সে বালক ও দাসীর কারণ যে কথা শরা বলে
১৩ তোমাকে সে সকলে শুন একারণ যিজক্ষকে তোমার
বংশ বিখ্যাত হইবেক। দাসী যাগীর পুত্র তোমার
সন্তান সে কারণ আমি করিব তাহাকে এক বর্ণ।
১৪ অতএব আবরহাম অতি ওষায় উঠিলে রুটি ও এক
কুপা জল লইয়া দিলেন হাগারকে এবং তাঁহার

স্কন্ধের ওপর বালক থুইয়া বিদায় করিল তাহাকে
তখন সে বিদায় হইয়া অরণ্যে গতি করিল।
১৫ কূপার জল ফুরাইলে সে বালককে ফেলিয়া দিল
১৬ এক ঝোপের নিচে এবং তাহার সম্মুখ হইতে এক
তির আন্দাজ যাইয়া বসিল বলিয়া আমি
দেখি না যেন পুত্রের মরন অতএব তাহার সম্মুখে
১৭ বসিয়া ঊচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। ঈশ্বর
শুনিলেন সে বালকের রব তাহাতে ঈশ্বরের দূত
হাগারকে ডাকিয়া বলিল স্বর্গ হইতে হাগারলো
ভয় করিও না ঈশ্বর শুনিয়াছেন বালকের ক্রন্দন
১৮ যে স্থানে সে আছে। ওঠিয়া তোল ও ক্রোড়ে
কর বালককে আমি করিব তাহাকে বড়
১৯ বর। পরে ঈশ্বর প্রসন্ন করিলেন তাহার
চক্ষু তাহাতে সে দেখিল এক জলের কূপ তারপর
যাইয়া জল কূপায় করিয়া পীতে দিল বালককে।
২০ ঈশ্বর ছিলেন সে বালকের সহিৎ তাহাতে সে
বড় হইল এবং অরণ্যে বাস করিয়া ব্যাধি হইল।
২১ সে বাস করিল পারন অরণ্যে এবং তাহার
মাতা তাহার বিবাহ দিল মিজর হইতে।
২২ সে কালে আবিমলক ও ফিখল তাহার সেনাপতি
এ কথা কহিল আবরহামকে ঈশ্বর তোমার পক্ষে
২৩ যাহাৎ করিতেছ। অতএব এখন কিরা করিয়া
কহ আমাকে ঈশ্বরের নাম ধরিয়া যে কোন
চাতুরি করিবা না আমার কিম্বা আমার পুত্র

পৌত্রের সহিং কিন্তু মে অনুগ্রহানুযায়ি যাহা আমি
করিলাম তোমাকে তেমনি তুমি করিবা আমাকে ও মে
২৪ দেশে যাহাতে বসতি করিয়াছ। আবরহাম বলিল
২৫ আমি কিরা করিব। পরে আবরহাম বিমকাইল
আবিমলখকে একারণ আবিমলখের দাসেরা
২৬ জলের এক কূপ কাড়িয়া লইল তাহা হইতে।
আবিমলখ বলিল আমি জানিলাম না কে করিল
এ কার্য্য তুমি ও বলিলা না আমি ও শুনিলাম না
২৭ কেবল অদ্য। এবং আবরহাম দাসত্বা ও মেষ লইয়া
দিল আবিমলখকে এবং তাহারা পরস্পর
২৮ বন্দোবস্ত করিল। আবরহাম ও থুইল সাতটা
২৯ বাচ্চা মেষী ভিন্ন করিয়া পাল হইতে। এবং
আবিমলখ বলিল আবরহামকে কিমার্থে ভিন্ন
৩০ করিয়া রাখিলা এ সাতটা বাচ্চা মেষী। সে বলিল
তুমি লও সাতটা বাচ্চা মেষী আমার ঠাঁই তাহাতে
হইবেক সাক্ষী যে আমি খুদিলাম এ কূপ।
৩১ সে স্থানে তাহারা পরস্পর কিরা করিল অতএব
৩২ সে স্থানের নাম রাখিল বার্শবাঁ। এমত তাহারা
বন্দোবস্ত দৃঢ়ার্থে কিরা করিল বার্শবাঁয়ে তখন
আবিমলখ ও তাহার সেনাপতি ফিখল উঠিলে
ফিরিয়া গেল পলশ্টীর দেশে।

৩৩ পরে আবরহাম উদ্যান করিল বার্শবাঁয়ে ও
৩৪ সেখানে নিবেদন করিল য়িহুহা অনন্ত প্রভুর
নামে। এবং আবরহাম বহু দিন বসতি করিল
পলশ্টীর দেশে।

পর্ব্ব ইহার পরে এই মত হইল ঈশ্বর আবরহামের
২২ পরীক্ষা লইলেন ও বলিলেন তাহাকে আবরহাম
২ হে। সে বলিল দেখ এখানে আমি। তিনি
বলিলেন তাহাকে তোমার পুত্রকে লও ঐ পুত্র
য়িজহক্ষক যাহাকে ভাল বাস এবং মরীয়া দেশে
যাইয়া ৎস্মর্গ করিয়া দেহ তাহাকে আহুতির
কারন সে পর্ব্বতের ওপর যাহা আমি বলিব
তোমাকে।

৩ তখন আবরহাম প্রত্যুষায় উঠিয়া তাহার গর্দ্দভের
ওপর জীন বন্ধিল পরে দুই জোকরা নফর ও তাহার
পুত্র য়িজহক্ষককে সাতে করিয়া লইল তাহারপর
যজ্ঞের কারন কাষ্ঠ চলা করিলে উঠিয়া প্রস্থান
করিল সে স্থানে যাহা ঈশ্বর বলিলেন তাহাকে।
৪ তৃতীয় দিনে আবরহাম দৃষ্টি করিয়া দেখিল সে
৫ স্থান বিস্তর দূর তখন আবরহাম বলিল তাহার
জোকরা নফরেরদিগকে তোমরা এখানে থাক
গর্দ্দভের কাছে এবং আমি ও বালক যাইব ভজনার্থে
৬ পরে আসিব তোমারদের এখানে। তৎপরে
আবরহাম যজ্ঞের কারন কাষ্ঠ লইয়া দিল
তাহার পুত্র য়িজহক্কের ওপর আপনি ও অগ্নি
ও ছুরি হাতে করিলে দুই জন একত্তর হইয়া প্রস্থান
৭ করিল। তৎকালে য়িজহক্ক বলিল তাহার
পিতা আবরহামকে বাবাগো সে বলিল পুত্র
আমি এখানে সে বলিল দেখ অগ্নি ও কাষ্ঠ
কিন্তু মেষের বাচ্চা কোথায় যজ্ঞের কারন।

৮ আবরহাম বলিল আমার পুত্রের ঈশ্বর মিলাইবেন
মেষের বাচ্চা যজ্ঞের কারণ সেই মত দুই জনে
৯ একত্তর হইয়া চলিল। তাহারা সে স্থানে উত্তীর্ণ হইলে
যাহা ঈশ্বর কহিয়াছিলেন তাহারদিগকে আবরহাম
কুণ্ড করিল সে স্থানে এবং কাষ্ঠ সাজাইয়া বন্ধন
করিল তাহার যিজহক পুত্রকে ও শয়ন করাইল
১০ তাহাকে কুণ্ডের কাষ্ঠের ওপর। পরে আবরহাম হাত
বাড়াইয়া ছুরি লইল জেদন করিতে তাহার পুত্রকে।
১১ তৎকালে যিহুহার দূত তাহাকে স্বর্গ হইতে
ডাকিয়া বলিল আবরহামহে আবরহামহে সে
১২ বলিল আমি এখানে। সে বলিল তোমার হস্ত দিও
না বালকের ওপর কিছুই করিও না তাহাকে
এখন আমি জানিলাম যে তুমি ভয় করিতেছ
ঈশ্বরকে একারণ ফিরিয়া না রাখিয়াছ তোমার
১৩ পুত্র তোমার একা পুত্রই আমা হইতে। তখন
আবরহাম দৃষ্টি করিয়া দেখিতে পাইল তাহার
পশ্চাৎ একটা মেষ শৃঙ্গে বদ্ধ হইয়া লতায় অতএব
আবরহাম গেলে সেই মেষ আনিয়া তৎস্বর্গ করিল
১৪ যজ্ঞে তাহার পুত্রের বদলে। পরে আবরহাম
রাখিল সে স্থানের নাম যিহুহা যিরা আজি পর্য্যন্ত
লোকে বলে পর্ব্বতে যিহুহা দেখেন।

১৫ দ্বিতীয়বার যিহুহার দূত আবরহামকে স্বর্গ হইতে
১৬ ডাকিয়া বলিল যিহুহা কহিয়াছেন আমি আপনা
লইয়া কিরা করিয়া বলিয়াছি তুমি করিয়াছ এ
কার্য্য ও তোমার পুত্র একা পুত্রই ফিরাইয়া না

১৭ রাজিয়াছ আমা হইতে অতএব আমি বর দেওনেতে
মহা বর দিব তোমাকে ও বাড়ানেতে বাড়াইব
তোমার বংশ গগনের তারা ও সমুদ্রের কিনারার
বালুকার মত তোমার সন্তান ও কর্তৃত্ব করিবেক
১৮ তাহারদের বিপক্ষেরদের দ্বারে। ও তোমার সন্তান
করণক পৃথিবীর সমস্ত বর্ন হইবেক ধন্য একারণ
১৯ তুমি শুনিয়াছ আমার কথা। তৎ পরে আবরহাম
ফিরিল তাহার চাকরা নফরেরদের ঠাঞি ও
তাহারা উঠিয়া গেল বাশবাঁয়ে একারণ আবরহাম
বসতি করিল বাশবাঁয়ে।

২০ তৎপরে এই মত হইল কেহ এ কথা বলিল
আবরহামকে দেখ মলখা সেই প্রসব হইয়াছে
২১ তোমার ভাই নক্ষোরের শিশুরদিগকে। উজ
তাহার প্রথম পুত্র ও বোজ তাহার ভাই ও কেমোএল
২২ আরামের পিতা। ও যাশদ ও ক্ষতো ও পল্দশ
২৩ ও যিদ্লাফ ও বতোএল। বতোএল রবেকার জন্মদাতা
এই অষ্ট জন মলখা প্রসব হইল আবরহামের ভাই
২৪ নক্ষোর হইতে। তাহার কৃষ্ণ পক্ষ স্ত্রীর নাম
রাওমা সে প্রসব হইল টরাক্ষ ও গাক্ষম ও তক্ষশ
ও মওখা।

পর্ব্ব ২৩ শরার হইল একশত সপ্তবিংশতি বৎসর
বয়ক্রম এই শরার প্রমায়ু। শরার কাল হইল
করীত আরবায়ে যাহা এখন ফবরোন বিখ্যাত
যনাঁয়ন দেশে তখন আবরহাম শরার কারণ
১ ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তাহার

পরে আবরহাম সে শবের সম্মুখ হইতে উঠিয়া
আলাপ করিল ক্ষতের সন্তানের সহিত এ কথা
৪ কহিয়া। আমি বিদেশী তোমারদের এখানে
আমাকে কবরের স্থলাধিকার দেহ তাহাতে কবরে
দিতে পারি আমার শব আমার কাছ হইতে।
৫ ক্ষতের সন্তান এ কথা প্রত্যুত্তর করিল আবরহামের
৬ ঠাঁই। মহাশয়হে শুন আমারদের কথা তুমি
পৌরুষী রাজা আমারদের মধ্যে আমারদের মনস্থ
কবরে দেহ তোমার শব কেহ প্রতিবাদি হবে না
কবরের কারণ কিন্তু যাইয়া কবরে দেহ তোমার শব।
৭ আবরহাম তাণ্ডাইয়া ভগুবৎ করিল সে দেশের
৮ লোক ক্ষতের সন্তানেরদিগকেই এবং এ কথা কহিল
যদি তোমারদের ইচ্ছা যে আমি আমার নিকট হইতে
কবরে দেই আমার শব তবে শুন আমার কথা
ও আমার কারণ নিবেদন কর জক্ষরের পুত্র
৯ ঔফ্রোনের ঠাঁই যেন সে দিবে আমাকে মকপলার
যে তাহার গহ্বর যাহা তাহার ভূমির সীমানায়
তাহার পুরুত মূল্যে দিবে আমাকে তোমারদের
১০ এখানে শ্মশানাধিকারের জন্য। ঔফ্রোনের বসতি
ছিল ক্ষতের সন্তানগনের সঙ্গে ও ঔফ্রোন ক্ষতী
প্রত্যুত্তর করিল এ কথা আবরহামকে ক্ষতের সন্তানের
১১ দের শ্রবনে যত লোক সহরের দ্বার দিয়া যায়। সে
বলিল মহাশয়হে শুন আমার কথা আমি দিব
তোমাকে সে ক্ষেত্র ও গহ্বর যাহা তাহার মধ্যে
আমি তা দিব তোমাকে আমার লোকেরদের

সাক্ষ্যাতে আমি দিব তাহা তোমাকে কবরে দেও
১২ তোমার শব। তখন আবরহাম সে দেশের
১৩ লোকেরদের সম্মুখে তদ্রূপ করিয়া এ কথা কহিল
ঔফ্রোনের সহিৎ সে দেশের লোকেরদের গোচরে।
যদি দিবা তাহা তবে শুন আমার কথা আমি
তঙ্কা দিব ক্ষেত্রের কারণ তাহা লও আমার কাছে
১৪ পরে কবরে দিব আমার শব সে স্থানে।' ঔফ্রোন
১৫ প্রত্যুত্তর করিল এ কথা আবরহামের ঠাঁই আমার
প্রভু অবধান কর আমার কথা সে ভূমির মূল্য
চারিশত শেকল রূপা এ কি তোমার আমার মধ্যে
১৬ অতএব কবরে দ্যাও তোমার শব। আবরহাম মানিল
তাহার কথা পরে আবরহাম ওজন করিয়া দিল
সে রূপা ঔফ্রোনকে যাহা বলিয়াছিল ক্ষতের
সন্তানেরদের শ্রবনে চারিশত শেকল রূপা চলন
টাকা যাহা মাহাজন লয়।

১৭ ঔফ্রোনের ক্ষেত্র যাহা মমরার সম্মুখে মখপলায়
সে ক্ষেত্র ও গহ্বর যাহা তাহার মধ্যে ও সমস্ত বৃক্ষ
যাহা সে ক্ষেত্রে ও সমস্ত আলি তাহার চারিদিগে
১৮ তাহা সমস্ত লিখিত হইল আবরহামের ঠাঁই কতৃত্ব
করনার্থে ক্ষতের সন্তানের সাক্ষ্যাতে সে সহরের
দ্বারের গতায়াত লোকেরদের সাক্ষাৎ।
১৯ তাহারপর আবরহাম মমরার সম্মুখের দেশের
মখপলার ক্ষেত্রের গহ্বরে তাহার ভার্য্যা শরাকে
কবরে দিল যে স্থান এখন বলে ক্ষবরোন যনাঁয়ান
২০ দেশে। সে ক্ষেত্র ও তাহার মধ্যের গহ্বর

লিখিত হইল আবরহামের কাছে ক্ষতের সন্তানি হইতে তাহা আমল করিতে কবর স্থলের নিমিত্ত।

পর্ব্ব ২৪ আবরহাম অতি বৃদ্ধ হইল ও য়িহুহা বর দিয়াছিলেন আবরহামকে সমস্ত বিষয়ে। তখন আবরহাম বলিল তাহার বাটীর প্রাচিন চাকরকে যে কর্তৃত্ব করে, তাহার সমস্তের ওপর তোমার হস্ত দেহ ৩ আমার ওকর নিচে ও কিরা করাইব তোমাকে স্বর্গ ও মর্ত্যের ঈশ্বর য়িহুহা লইয়া যে তুমি দিবা না আমার পুত্রের বিবাহ কনাঁয়নীরদের কোন কন্যার সহিৎ যাহারদের সহিৎ আমি ৪ বসতি করি আমার দেশে ও আমার কুটুম্বের দের কাছে যাইয়া সেই স্থান হইতে কন্যা আনিয়া ৫ দেহ আমার পুত্র য়িজহকে। তখন সে চাকর বলিল তাহাকে যদি সে কন্যার ইচ্ছা না হয় আমার সহিৎ আসিতে এ দেশে তবে অবশ্য লইয়া যাইব তোমার পুত্রকে সে দেশে যাহা ৬ হইতে তুমি আইলা। আবরহাম বলিল তাহাকে সাবধান হও কদাচ লইয়া যাও না আমার পুত্রকে ও ৭ অঞ্চলে আবার। স্বর্গের ঈশ্বর য়িহুহা যিনি আনিলেন আমাকে আমার পিতার বাটী ও আমার কুটুম্বের দেশ হইতে ও কহিলেন আমাকে ও এ কথা কিরা করিলেন আমার কাছে আমি এ দেশ দিব তোমার সন্তানকে তিনি পাঠাইবেন তাহার দূত তোমার আগে তাহাতে আনিতে পারিবা কন্যা আমার পুত্রের কারণ সে স্থান হইতে। কিন্তু যদি সে ৮

কন্যা তোমার সাতে না আইসে তবে মুক্ত হইবা আমার কিরা হইতে কিন্তু আমার পুত্রকে লইয়া
৯ যাও না ও অঞ্চলে। অতএব সে চাকর হাত দিল তাহার মনিব আবরহামের ওরুর নিচে ও কিরা করিল তাহার কাজে সে কর্ম্মের বিষয়।

১০ তৎপরে সে চাকর তাহার মনিবের ওটগান হইতে দশটা ওট লইয়া পুস্থান করিল একারন তাহার মনিবের সকল সামগ্রি তাহার হাতে পরে ওঠিয়া পুস্থান করিল আরাম নাহারিমে নস্কোরের
১১ সহরে। সায়ংকালে যে সময় স্ত্রী লোকেরা জল আনে সে সময় সহরের বাহিরে এক কুপের
১২ কিনারায় ওট বসাইল। ও বলিল আরে য়িহুহা আমার মনিব আবরহামের ঈশ্বর তুমি ভদ্র দায়িকে হও অদ্যকার দিবস এবং অনুগ্রহ কর আমার
১৩ মনিব আবরহামকে দেখা আমি তাওাইতেছি জলের কুপের সান্নিধ্য এবং এ সহরের কন্যাগিন
১৪ আসিবেক জল লইতে এই মত হওক যে কন্যাকে আমি বলিব দেহ তোমার জল পাত্র আমি জল পান করিব ও সে বলিবেক পান কর এবং তোমার ওটকে ও দিব জল পান করিতে সেই কন্যা হওক তোমার দাস য়িজহাকের কারন তাহাতে আমি জানিব যে তুমি অনুগ্রহ করিয়াছ আমার মনিবকে।

১৫ তাহার কথা সাঙ্গ করনের পুর্ব্বে দেখা রবেকা

বাহিরে আইল তাহার কলস স্কন্ধে করিয়া সে
জন্মিল মলখার পুত্র বতোএল হইতে সে মলখা
১৬ আবরহামের ভ্রাতা নহোরের জায়া। সে কন্যা
অতি সুন্দরী দেখিতে আইবত কোন পুরুষে জানে না
তাহাকে। তখন সে কূপের মধ্যে যাইয়া তাহার
১৭ কলস পূর্ণ করিয়া ওথান করিল তৎকালে সে
চাকর দৌড়িল মিলিতে তাহার সহিত ও বলিল
আমাকে কিঞ্চিৎ জল তোমার কলস হইতে দেহ
১৮ পান করিতে। সে বলিল পান করুন মহাশয়
তখন শীঘ্র তাহার কলস হস্তের ওপর নামাইয়া
১৯ জল পান করিতে দিল তাহাকে। সে তাহাকে
জল পান করিতে দিয়া বলিল আমি আনিব জল
তোমার ওটের কারন যত তাহারা পান করে।
২০ অতএব শীঘ্র করিয়া শূন্য করিল তাহার সকল
গামলায় ও পুনর্বার দৌড়িল কূপ হইতে জল
২১ আনিতে তাহার সকল ওটের জন্য। সে মনুষ্য
বিস্ময় হইল কিন্তু কিছুই কহিল না দেখিতে ঈশ্বর
২২ তাহার যাত্রা ভদ্র করেন কি না। এই মত হইল
ওটেরদের জল পান করন হইলে সে ব্যক্তি লইয়া
গেল তাহার কাছে এক জোড় স্বর্ন কড়ি আধ
শেকল ওজন ও এক জোড় কঙ্কন তাহার হাতের
২৩ কারন দশ শেকল স্বর্নের। ও বলিল কহ
আমাকে কাহার কন্যা তুমি তোমার পিতার বাটীতে
২৪ স্থান আছে আমাদের বাসার কারন। সে
বলিল তাহাকে আমি মলখার পুত্র বতোএলের

কন্যা যাহাকে প্রসব হইল নহোর হইতে।
২৫ তারপর ও সে বলিল তাহাকে আমারদের ঘাশ
২৬ ও দানা বিস্তর আছে বাসা ঘর ও আছে। তখন
সে মানুষ প্রণাম করিল ও ভজনা করিল য়িহোবাকে।
২৭ সে বলিল হওক য়িহোবা আমার মনিব আবরহামের
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ যিনি আমার মনিবকে নিরাসা
করিলেন না তাহার ক্ষেমা ও সত্যতা হইতে আমি
পথ দিয়া যাইতেং য়িহোবা দেখাইয়া দিলেন আমার
২৮ মনিবের ভ্রাতারদের বাটীর কাছে। পরে সে
কন্যা দ্রুত যাইয়া বলিল এ সকল কথা তাহার
মাতার ঘরের লোকেরদিগকে।

২৯ রবেকার এক ভ্রাতা হইল তাহার নাম লবন এবং
লবন সে লোকের কাছে দ্রুত গেল কূপের কিনারায়।
৩০ এই মত হইল যখন দেখিল সে কড়ি এবং
কঙ্কন তাহার হস্তে ও শুনিতে পাইল
রবেকার কথা এমন বলিল সে মানুষ
আমাকে তখন আইল সে ব্যক্তির কাছে এবং
দেখ সে তওাইতে ছিল ওটের নিকট কূপের
৩১ কিনারায়। সে বলিল আইসহে য়িহোবার বর প্রাপক
কিমাথে বাহিরে তওাইতেছ ঘর প্রস্তুত আছে
ও স্থান ওটেরদের কারন।

৩২ অতএব সে ব্যক্তি ঘরে আসিয়া ঝাড়িয়া দিল
তাহার ওটগন পরে সে ঘাশ ও দানা দিল ওটের
দিগকে ও জল তাহার পদ প্রক্ষালন করিতে ও
৩৩ লোককে যাহারা তাহার সহিত ও ভক্ষ্য দ্রব্য

দিল তাহারদের সম্মুখে কিন্তু সে বলিল আমি
ভোজন করিব না যাবৎ আমি না কহি আমার
৩৪ বিষয়। সে বলিল কহ। তখন সে বলিল আমি
৩৫ আব্রহামের চাকর। য়িহোবা বড় আশীর্ব্বাদ
দিয়াছেন আমার মনিবকে ও তিনি হইয়াছেন মহৎ
তিনি ও দিয়াছেন তাঁহাকে পশু পাল ও রূপা স্বর্ণ
৩৬ ও দাস দাসী ও উট গাধাগণ। আর শরা
আমার মনিবের জায়া বৃদ্ধা বয়ঃ পুত্র প্রসব হইল
ও সে বালককে দিয়াছেন যে সকল তাহার
৩৭ আছিল। আমার মনিব আমাকে কিরা করাইয়া
বলিলেন তুমি আমার পুত্রের বিবাহ দেহ না
যে কনানীয়দের সহিত যাহারদের দেশে আমি
৩৮ বসতি করি কিন্তু আমার পিতার বাটী ও আমার
কুটুম্বেরদের নিকটে যাইয়া সেখান হইতে কন্যা
৩৯ আন আমার পুত্রের কারণ। আমি বলিলাম আমার
মনিবকে যদি কন্যা না আইসে আমার সাথে।
৪০ তিনি বলিলেন আমাকে য়িহোবা যাহার সম্মুখে
আমি চলি তিনি পাঠাইবেন তাঁর দূত তোমার সহিত
ও পথে তোমার ভদ্র হবেক তাহাতে আনিবা আমার
পুত্রের কারণ আমার কুটুম্বেরদের এক কন্যা
৪১ আমার পিতার বাটী হইতে। তখন আমার
কিরা হইতে মুক্ত হইবা আমার কুটুম্বেরদের কাছে
গেলে যদিত তাহারা এক জন কন্যা না দেয় তথাচ
৪২ মুক্ত হইবা আমার কিরা হইতে। এবং আমি
অদ্য আইলাম কূপের কিনারায় ও বলিলাম

আরে য়িহুহা আমার মনিব আবরহামের ঈশ্বর
যদি তুমি এখন ভদ্র দায়িক হও আমার যাত্রায়
৪৩ তবে দেখ আমি দণ্ডাইতেছি জলের কূপের
কিনারায় ও এই মত হওক যখন কোন নবোঢ়া
আইসে জল তুলিতে ও আমি বলি তাহাকে
তোমার জল পাত্র দেহ আমাকে জল পান
৪৪ করনের কারন এবং সে বলে আমাকে পান কর
তারপর আমি আর জল তুলিব তোমার ওটের
কারন সেই নারী হওক যাহা য়িহুহা নিরূপন
করিয়াছেন আমার মনিবের পুত্রের কারন।
৪৫ আমার অন্তঃকরনে কহিবা মাত্রে দেখ রবেকা বাহির
হইয়া আইল এক কলস স্কন্ধে করিয়া ও কূপের
মধ্যে প্রবেশ করিয়া জল তুলিল তখন আমি
বলিলাম তাহাকে আমাকে কিঞ্চিৎ জল পান
৪৬ করিতে দেহ। ও সে শীঘ্র করিয়া কলস তাহার
স্কন্ধ হইতে নামাইয়া থুইল ও বলিল পান কর
এবং আমি দিব তোমার ওটেরদিগকে ও জল পান
করিতে আমি পীলাম ও সে ওটেরদিগকে ও পান
৪৭ করাইল। এতদর্থে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম
তুমি কাহার কন্যা। সে কহিল নক্ষোরের পুত্র
বতোএলের কন্যা যাহাকে মলখা প্রসব হইল
তাহা হইতে। তখন আমি দিলাম কড়ি তাহার
কর্ণে ও কঙ্কন তাহার হস্তে। আমি ভূমিষ্ঠ
হইয়া ভজনা করিলাম য়িহুহাকে ও কহিলাম
৪৮ য়িহুহা আমার মনিব আবরহামের ঈশ্বরের স্তব যিনি

দেখাইলেন আমাকে পুকৃত পথ আমার মনিবের
ভ্রাতৃ কন্যাকে লইতে তাহার পুত্রের কারণ।
৪৯ অতএব যদি আমার মনিবকে স্নেহ ও সত্যতা
দেখাইবা তবে তাহা বল আমাকে যদি নহে
তবে তাহা ও বল তখন আমি যাই দক্ষিণে
৫০ কি বামে। তখন লবন ও বতোএল পুত্যুত্তর
করিল এ বিষয় আগত হইল যিহোবা হইতে আমরা
৫১ বলিতে পারি না তোমাকে ভাল কি মন্দ দেখ রবেকা
তোমার সম্মুখে লইয়া যাও তাহাকে ও বিবাহ দেহ
তোমার মনিবের পুত্রের সহিত যেমন যিহোবা
৫২ কহিয়াছেন। এই মত হইল আবরহামের
চাকর তাহারদের কথা শুনিলে ভূমিষ্ঠ হইয়া পুনাম
৫৩ করিল যিহোবারে। তখন সে চাকর বাহির
করিয়া দিল স্বর্ণ ও রূপার অলঙ্কার ও পরিচ্ছদ
রবেকাকে সে ও দিল বহু মূল্য সামগ্রি তাহার
৫৪ ভ্রাতা ও তাহার মাতাকে। তারপর সে জন ও যাহারা
তাহার সঙ্গে ভোজন পান করিলে স্থিতি
করিল সহস্র রাত্রি পরে সে পুাতে উত্থান করিয়া
বলিল বিদায় কর আমাকে আমি যাই আমার
৫৫ মনিবের কাছে। তখন তাহার ভাই ও মাতা
কহিলেক থাকিতে দেহ কন্যাকে এখানে কিছু কাল
৫৬ দিন দশেক তারপর সে যাইবেক। সে বলিল
যিহোবা ভদ্র দায়িক হইয়াছেন আমার যাত্রায়
সে কারণ আমাকে গৌন করাইও না বিদায় কর
আমাকে আমি যাইব আমার মনিবের কাছে।

৫৭ তারপর তাহারা বলিল আমরা কন্যাকে ডাকিয়া
৫৮ জিজ্ঞাসা করি তাহাকে। অতএব তাহারা রবেকা
কে ডাকিয়া বলিল তুমি যাইবা এ ব্যক্তির সাতে।
৫৯ সে বলিল আমি যাইব। অতএব তাহারা বিদায়
দিল তাহার ভগিনী রবেকা ও তাহার ধাত্রী ও
৬০ আবহাম্মের চাকর ও তাহার লোককে। তাহারা ও
বর দিল রবেকাকে বলিয়া তুমি আমারদের ভগিনী
সহস্র কোটীর মাতা হও তোমার সন্তান ও কতৃত্ব
করুক তাহারদের দ্বারের উপর যাহারা ঘৃণা
করে তাহারদিগকে।

৬১ তখন রবেকা ও তাহার ধাত্রী উঠিয়া আরোহন
করিল উটের উপর ও সে লোকের পাশ্চাৎ বর্ত্তি
হইল তারপরে সে চাকর রবেকাকে লইয়া গেল।
৬২ য়িজহক্ক ফিরিতে গেল লহ্মীরাই কূপের পথে
৬৩ এ কারণ বসতি করিল দক্ষিণ দেশে। য়িজহক্ক
সায়ং কালে ধ্যান করণার্থে ক্ষেত্রে যাইয়া দৃষ্টি
৬৪ করিয়া দেখিল উটগণ আসিতেছে। রবেকা ও দৃষ্টি
করিয়া দেখিল য়িজহক্ককে ও তাহাতে নামিল
৬৫ উট হইতে। একারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল সে
চাকরকে উনি কে যে পিতায়াত করিতেছেন মাঠে
আমারদের সহিত দেখা করনের জন্য। সে
চাকর ও বলিয়া ছিল ইনি আমার মনিবের পুত্র।
এতদর্থে সে ঘোমটা দিয়া আপনাকে সম্বরন করিয়া
৬৬ ছিল। পরে সে চাকর বলিল য়িজহক্ককে সমস্ত
৬৭ কার্য্য যাহা২ করিয়া ছিল। এবং য়িজহক্ক

লইল তাহাকে সে টোলে যাহা ছিল তাহার যাত্রা শরার ও বিবাহ করিল রবেকাকে ও প্রেম করিল তাহাকে। এই মতে য়িজহকের সম্বন্ধ হইল তাহার মাতৃ বিয়োগের পরে।

পর্ব্ব ২৫ তাহার পরে আবরহাম বিবাহ করিল তাহার নাম কটোরা। সে প্রসব হইল জম্রন ও য়িকশন ও
৩ যদীন ও য়িশবক ও শোক্ষ। য়িকশন শবা ও দদনের
৪ জন্মদাতা। দদনের পুত্রগন আশোরম ও লটোশম ও লামিম। এই মদীনের পুত্রগন ঔফা ও ঔফর ও
৫ ক্ষনথ ও আবিদা ও আল্দ্রা এই সকল কটোরার সন্তান।
৬ এবং আবরহাম দিল য়িজহককে যাহার সমস্ত সম্পত্তা আবরহামের কৃষ্ণ পক্ষের আয়াগিনের জালিমা কে আবরহামের জীবদ্দসায় কিছু দিয়া বিদায় করিয়া দিল তাহার পুত্র য়িজহককের নিকট হইতে
৭ পূর্ব্ব দেশের পূর্ব্ব অঞ্চলে। আবরহামের জীবত
৮ কাল হইল একশত পঁচাত্তরি বৎসর। তাহার পরে আবরহাম প্রান ত্যাগ করিয়া মরিল দীর্ঘ পুর্ণায়ু ও অতি বৃদ্ধ ও কাল পূর্ণ এবং তাহার আপনার
৯ লোকেরদের সাতি হইল। তাহার পুত্রেরা য়িজহক ও য়িশমএল তাহার কবর দিল মকপলার
১০ গহ্বরে জহর ক্ষতীর পুত্র ঔফ্রোনের ক্ষেত্রে তাহা মমরার সন্মুখে সেই ক্ষেত্র যাহা আবরহাম ক্রয় করিল ক্ষতের সন্তানের কাছে সে স্থানে আবহামের কবর হইল ও তাহার জায়া শরার।

১১ আব্রহামের মৃত্যুর পরে ঈশ্বর বর দিলেন তাহার পুত্র যিজ্হাককে। যিজ্হাক বসতি করিল
১২ লাহাইরোই বাপির সান্নিধ্যে। এ সকল আব্রহামের পুত্র যিশ্মএলের পুরুষাবলি যাঁহাকে শারার দাসী হাগার মিজরী প্রসব হইল আব্রহামে হইতে।
১৩ এই যিশ্মএলের পুত্রগণের নাম তাহারদের নাম ও তাহারদের পুরুষানুক্রমে যিশ্মএলের প্রথম পুত্র
১৪ নবায়ত ও কদর ও আদ্বীল ও মব্শম ও মশ্মা ও দোমা
১৫ ও হুদর ও তীমা ও যিটোর ও নফীশ ও কদমা।
১৬ এই যিশ্মএলের পুত্রগণ ও এই তাহারদের নাম গ্রামের ও গড়ের দ্বাদশ রাজা তাহারদের
১৭ বর্ণানুযায়ি। যিশ্মএলের প্রাণবায়ু একশত সাঁইত্রিশ বৎসর পরে সে প্রাণ ত্যাগ করিল ও মরিয়া
১৮ একত্তর হইল তাহার লোকেরদের সহিৎ। ইহারা বসতি করিল হ্বীলা হইতে শূর পর্য্যন্ত যাহা মিজরের সম্মুখে যে পথে গতায়াত করে আশোরার দিগে। ও যিশ্মএল মরিল তাহার সমস্ত বন্ধুগণের সাক্ষাৎ।

১৯ এ আব্রহামের পুত্র যিজ্হাকের পুরুষাবলি।
২০ আব্রহাম যিজ্হাকের জন্মদাতা। ও যিজ্হাক চল্লিশ বৎসর বয়ক্রম হইয়া বিবাহ করিল আরমের আরমি বত্তোয়েলের কন্যা রবেকাকে লবন
২১ আরমির ভগিনী। যিজ্হাকের জায়া বন্ধ্যা হইলে সে কামনা করিল যিহুহার কাছে তাহার

কারন ও য়িহহা তাহার সাবিত্ত হইলেন অতএব
২১ তাহার জায়া রবেক্কা গর্ব্বিনী হইল। তাহার
গর্ব্ভে বালকেরা অড়া অড়ি করিল অতএব সে মনেং
২২ বলিল যদি এই মত তবে কেন আমার এ গতি পরে
জিজ্ঞাসা করিতে গেলেন য়িহহার কাছে য়িহহা
বলিলেন দুই বর্ন তোমার গুদরে ও দুই পৃথকার লোক
পৃথকং হইবেক তোমার প্রসব হইতে এক লোক
হইবেক বলবান আর এক লোক হইতে এবং জ্যেষ্ঠ
কনিষ্ঠার সেবা করিবে।

২৪ তার সময় পুর্ন হইলে জানা গেল যে দুই বালক
২৫ তাহার গর্ব্ভে। এবং প্রথমত বাহির হইল তাহার
সমস্ত গাত্রে রক্ত বর্ন পসমি পরিচ্ছদের
ন্যায় ও তাহারা তাহার নাম রাখিল ঐসা।
২৬ তৎপরে তাহার ভ্রাতা বাহির হইল ও তাহার হস্ত
ধারন করিয়াছে ঐসার গোড়মুড়া এবং তাহারা
তাহার নাম রাখিল য়াকুব। য়িজহকের ষাইট
বৎসর বয়ক্রমের সময় রবেক্কা প্রসব হইল
২৭ তাহারদিগকে পরে বালকেরা বৃদ্ধি হইলে ঐসা
হইল নির শিকারি বন বাসী কিন্তু য়াকুব হইল
২৮ সচুল মনুষ্য যে বসতি করিল তাম্বুতে। য়িজহক
ঐসার মৃগ মাংস খাইয়া প্রেম করিল তাহাকে
কিন্তু রবেক্কা প্রেম করিল য়াকুবকে।

২৯ তৎকালে য়াকুব ব্যঞ্জন করিল তখন
৩০ ঐসা বন হইতে পরিশ্রান্ত হইয়া আইল।
ঐসা বলিল য়াকুবকে আমি বড় পরিশ্রান্ত

অতএব ও রান্ধা ব্যঞ্জন ভোজন করাও
আমাকে সে কারণ তাহার নাম হইল
৩১ আদোম। য়াকুব উত্তর করিল তাহাকে তবে বিক্রয়
৩২ করহ আমার কাছে তোমার জ্যেষ্ঠাংশ। ঐসা
বলিল দেখ আমি মৃত কল্প হইয়াছি এ জ্যেষ্ঠাংশে
৩৩ আমার কি লভ্য। য়াকুব বলিল তবে অদ্য
কিরা কর আমার কাছে। অতএব সে কিরা
করিয়া বিক্রয় করিল তাহার জ্যেষ্ঠাংশ য়াকুবের কাছে
৩৪ তখন য়াকুব দিল ঐসাকে ভক্ষ ও তাইলের ব্যঞ্জন
অতএব সে ভোজন পান করিয়া প্রস্থান করিল।
এমতে ঐসা তুচ্ছ করিল তাহার জ্যেষ্ঠাংশ।

পর্ব্ব ২৬ সে দেশে দুর্ভিক্ষ হইল প্রথম দুর্ভিক্ষের পরে
যাহা আছিল আবরহামের কালে তাহাতে য়িচ্হক্ক
গরর গেল পলশতির আবিমলখ রাজার কাছে।
২ ও য়িহুহা তাহার ঠাঁই দর্শন দিয়া বলিলেন মেজরে
যাইও না বসতি কর সে দেশে যাহা আমি বলিব
৩ তোমাকে থাকহ এ দেশে এবং আমি রহিব
তোমার সাতে ও বর দিব তোমাকে।
তোমাকে ও তোমার সন্তানকে দিব এ সকল
দেশ আমি ও পরিসোধন করিব আমার কিরা
যাহা করিয়াছিলাম তোমার পিতা আবরহামের
৪ সহিত আমি ও বাড়াইব তোমার সন্তান স্বর্গের
নক্ষত্রের ন্যায় ও এ সমস্ত দেশ দিব তোমার সন্তান
কে এবং তোমার সন্তানে পৃথিবীর সমস্ত বর্ণ
৫ হবেক ধন্য আবরহাম পরিগ্রহ করিল আমার বানী

ও পালন করিল আমার পুত্যাদেশ আমার আজ্ঞা ও
আমার বিধি ও আমার ব্যবস্থা সে জন্য করিব তাহা।
৬ য়িচহক্ক বসতি করিল গিরারে। সে স্থানের
৭ লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল তাহার জায়ার বিষয় ও
সে বলিল ইনি আমার ভগিনী সে তাহাকে জায়া
কহিতে ভয় করিল ভাবিয়া রবেকা সুন্দরী কি
জানি এ স্থানের লোক বধ করিবে আমাকে তাহার
৮ জন্য। এই মত হইল সে বহুকাল সে স্থানে
বাস করিলে পলশ্তীরদের আবিমলখ রাজা গবাক্ষ
দিয়া দৃষ্টি করিয়া দেখিল য়িচহক্ক ক্রিড়া করিতেছে
৯ তাহার জায়া রবেকার সহিত। এতদর্থে আবি
মলখ ডাকিয়া আনিল য়িচহক্ককে ও বলিল দেখ সে
অবশ্যই তোমার জায়া তুমি কেমন করিয়া বলিলা
সে আমার ভগিনী য়িচহক্ক বলিল আমি ভাবিলাম
১০ কি জানি পাছে মরি তাহার জন্য। তখন আবিমলখ
বলিল কি কার্য্য করিয়াছ আমারদের ঠাঁই।
ইহাতে লোকেরদের কেহ সহজে শয়্যার করিত
তোমার জায়ার সহিত তাহাতে আমারদের বড়
১১ অপরাধ করাইতা। তখন আবিমলখ আজ্ঞা
করিল তাহার সমস্ত লোককে বলিয়া যে কেহ
ইহাকে কি ইহার জায়াকে স্পর্শ করে সে অবশ্য
১২ মারা যাবেক। তারপরে য়িচহক্ক বুনিল সে
দেশে এবং সে বৎসর একশত গুন পাইল য়িহোবা
১৩ এমন বর দিলেন তাহাকে। ও সে হইল বড়
মনুষ্য এবং বৃদ্ধি হইতে২ অতি বড় মনুষ্য হইল।

২৪ একারণ তাহার হইল পালের পশুগণ সম্পত্তি
এবং বিস্তার চাকর ইহাতে পলশতিরা দ্বেশা
২৫ দ্বেশ করিতে লাগিল তাহার সহিত। যে
সমস্ত বাপি তাহার পিতার চাকর লোক
খনন করিয়াছিল আবরহামের সময় পলশতীরা
২৬ মৃত্তিকা ভরিয়া ছিল তাহা। পরে আবিমলখ
বলিল য়িচহক্কককে আমারদের এথান হইতে যাও
একারন তুমি অতি শক্তি মন্ত আমারদিগা হইতে।

২৭ তাহাতে য়িচহক্ক প্রস্থান করিল তাহারদের নিকট
হইতে ও তাহার টৌল গাঁইল গরারের নিম্নে ভূমিতে
২৮ ও বসতি করিল সে স্থানে। পরে য়িচহক্ক
ফিরিল ও পুনর্ব্বার খনন করিল সে সমস্ত বাপি
যাহা খনন হইল তাহার পিতা আবরহামের সময়
একারন পলশতীরা মুদিয়াছিল তাহা আবরহামের
মৃত্যুর পরে ও সে তাহারদের নাম রাখিল যেমন
২৯ তাহার পিতা রাখিয়াছিল। তৎকালে য়িচহক্কের
চাকরেরা খনন করিল সে নিচে ভূমিতে ও সে
৩০ স্থানে পাইল এক বাপি। গরারের রাখালেরা
কন্দল করিল য়িচহক্কের রাখালেরদের সহিত
বলিয়া এ জল আমারদের অতএব কন্দলের জন্য
৩১ সে বাপির নাম রাখিল ঔশক। তারপর
তাহারা খনন করিল আর এক বাপি সেখানে
ও কন্দল হইল তাহাতে তাহার নাম রাখিল
৩২ শটনা। পরে সে স্থান ছাড়িয়া খনন

করিল আর এক বাপি তাহাতে কন্দল করিল না তখন সে বলিল য়িহ্বা স্থান করিয়াছেন আমারদের কারণ এতদর্থে তাহার নাম রাখিল রহবোত বলিয়া এ কালে আমরা হইব সুখি এ দেশে
২৩ পরে সে স্থান ছাড়িয়া প্রস্থান করিল বর্শবাঁয়।
২৪ তখন য়িহ্বা দর্শন দিলেন তাহাকে সে রাত্রি ও বলিলেন আমি তোমার পিতা আবরহামের ঈশ্বর ভয় করিও না আমি তোমার সাতে ও বর দিব তোমাকে ও বাড়াইব তোমার সন্তান আমার
২৫ সেবক আবরহামেরার্থে। পরে সে যজ্ঞ কুণ্ড করিল সে স্থানে এবং য়িহ্বার নামে নিবেদন করিল ও টৌল গাঁথিল ও তারপর য়িচহাকের চাকরেরা খনন করিল কূপ সে স্থানে।
২৬ তখন আবিমলখ গরর হইতে প্রস্থান করিয়া গেল তাহার কাছে এবং আক্ষোজত তাহার এক জন
২৭ সখি ও ফিখোল তাহার সেনাপতি। তাহাতে য়িচহাক বলিল তাহারদিগিকে তোমরা ঘৃণা করিলা ও খেদাইয়া দিলা আমাকে তোমারদের ও স্থান হইতে
২৮ এখন কেন আইলা আমার কাছে তাহার বলিল আমরা দেখিলাম নিতান্ত য়িহ্বা আছেন তোমার সহিৎ এবং আমরা বলিলাম আইস আমরা
২৯ কিরা করিয়া বন্দোবস্ত করি যে তুমি আমার দিগিকে হিংসা করিবা না যেমন আমরা ও তোমাকে ছুইলাম না কিন্তু কেবল ভাল করিলাম ও কুশলে বিদায় করিয়া দিলাম তোমাকে তুমি এখন য়িহ্বার

৩০ বর প্রাপ্য। তখন সে করিল তাহারদের কারণ
বড় সম্ভোষ ও তাহারা ভোজন পান করিল
৩১ এবং তাহারা প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া পরস্পর কিরা
করিল তখন যিচহাক বিদায় করিল তাহারদিগকে
ও তাহারা কুশলে চলিল তাহার নিকট হইতে।
৩২ সেই দিন যিচহাকের চাকরেরা আসিয়া বলিল
সে বাপির কথা যাহা খনন করিয়া ছিল
এবং বলিল তাহাকে আমরা পাইয়াছি জল।
৩৩ ও সে তাহার নাম রাখিল শবা অতএব এ
দিন পর্য্যন্ত সে সহরের নাম হইল বার্শবা।
৩৪ ঈশার চল্লিশ বৎসর বয়ক্রম হইলে সে বিবাহ
করিল বারি হিত্তীর কন্যা যিহুদিত ও আইলন
হিত্তীর বসমত কন্যা তাহাতে যিচহাক ও
রবেকার মনে দুঃখ হইল।

পর্ব্ব ২৭ যিচহাক বৃদ্ধ ও তাহার চক্ষু ঝাপ্সা হইয়া যেন
দেখিতে পায় না তৎকালে এমন হইল সে তাহার
১ জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশাকে ডাকিয়া বলিল হেপুত্র সে বলিল
হই। সে বলিল দেখ আমি বৃদ্ধ আমি জানি না
৩ আমার মৃত্যুর সময় অতএব আমি এখন সাধনা করি
তোমার অস্ত্র সাস্ত্র তোমার তূন ও তোমার ধনুকই
লইয়া বনে যাহ ও হরিণ ধরিয়া আন আমার কারণ।
৪ এবং রসই কর আমার কারণ যাহা আমি ভাল বাসি
পরে আমার কাছে আনিলে আমি ভোজন করিব
ও আমার প্রাণ বর দিবে তোমাকে আমার মরনের
৫ পূর্ব্বে। রবেকা শুনিল যাহা যিচহাক কহিল

তাহার পুত্র ঐশাকে পরে ঐশা গেল হরিণ ধরিয়া
আনিতে।

৬ তখন রবেকা এ কথা কহিল তাহার পুত্র য়াকুবকে
দেখ আমি শুনিলাম তোমার পিতা এ কথা কহিতেছে
৭ তোমার ভ্রাতা ঐশাকে আমার কাছে হরিণ আনিহ
তাহা ও সুন্দর রসই করহ আমার কারণ পরে
আমি তাহা খাইয়া বর দিব তোমাকে যিহোবার
৮ সাক্ষাতে আমার মরণের পূর্ব্বে। অতএব এখন
আমার পুত্র পরিগ্রহ করহ আমার কথা সেই
৯ অনুরূপ যাহা আমি আজ্ঞা করি তোমাকে। পালে
যাইয়া আনিয়া দেহ আমার এখানে দুইটী ভাল
বকরী পরে আমি সুন্দর রসই করিব তোমার
১০ পিতার কারণ যাহাতে তিনি ভাল বাসেন তুমি ও
তাহা লইয়া যাও তোমার পিতার কাছে তাহাতে
তিনি বর দিবেন তোমাকে তাহার মরণের পূর্ব্বে।
১১ কিন্তু য়াকুব বলিল তাহার মাতা রবেকাকে দেখ
আমার ভ্রাতা ঐশা লোমশ মানুষ ও আমি সহজ
১২ মানুষ কি জানি আমার পিতা আমার গাত্রে হস্ত
দিয়া দেখেন তাহা হইলে আমি হইব প্রতারক তাহার
মনে তাহাতে আপনার ওপর অভিশাপ আনিব
১৩ কিন্তু বর নহে। তাহার মাতা বলিল তাহাকে
আমার পুত্রের আমার ওপর হওক তোমার অভি
শাপ তুমি পরিগ্রহ করহ আমার বাক্য ও আনহ
১৪ যাইয়া তাহা তাহাতে সে গেলে আনিয়া দিল
তাহার মাতার কাছে ও সে সুন্দর রসই করিল

১৫ যাহা তাহার পিতার নিকট। রবেকা ও তাহার
জ্যেষ্ঠ পুত্র ঐশার সুন্দর পরিচ্ছদ যাহা ঘরে ছিল
তাহা লইয়া দিল তাহার কনিষ্ঠ পুত্র যাকুবের
১৬ গায়। সে ও দিল বকরির চর্ম্ম তাহার হাত
১৭ ও তেলপানা গলায়। সে ও যাকুবের হাতে
দিল সে সুন্দর রসই মাংস ও রুটি যাহা প্রস্তুত
করিয়াছিল।

১৮ তাহার পরে সে তাহার পিতার কাছে লইয়া
বলিল হে পিতা সে বলিল হাঁ কেতুমি আমার
১৯ পুত্র। যাকুব বলিল তাহার পিতাকে আমি
তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ঐশা আমি করিয়াছি যাহা
আজ্ঞা করিয়া ছিলেন আমাকে এখন উত্থান
করিয়া বসুন এবং ভোজন করুন আমার হরিণের
মাংস তাহাতে তোমার প্রাণ বর দিতে পারে
২০ আমাকে। যিশ্চক বলিল তাহার পুত্রকে আমার
পুত্র এত শীঘ্র পাইয়াছ তাহা কেমনে। সে বলিল
যিহুয়া তোমার ঈশ্বর মিলাইলেন তাহা আমার
২১ কাছে। যিশ্চক বলিল যাকুবকে আমার
পুত্রে আমার নিকট আইস আমি তোমার গাত্রে
হস্ত দিয়া দেখি তুমি আমার ঐশা পুত্র কি না।
২২ তাহাতে যাকুব গেল তাহার পিতা যিশ্চকের নিকট
ও সে তাহাকে স্পর্শ করিয়া বলিল কথা যাকুবর
কথা মতই কিন্তু হস্ত ঐশার হস্ত মত।
২৩ তাহার হাত লোমযুক্ত তাহার ভ্রাতা ঐশার

হাতের মত অতএব চিনিতে না পারিয়া বর
২৪ দিল তাহাকে। সে বলিল তুমি আমার
২৫ নিতান্ত ঐশা পুত্র। সে বলিল হাঁ। সে
বলিল আমার কাছে আন আমি খাইব আমার
পুত্রের হরিণের মাংস তাহাতে আমার প্রাণ বর
দিবে তোমাকে। পরে সে তাহা তাহার নিকটে
আনিয়া দিলে সে ভোজন করিল এবং দ্রাক্ষা রস
২৬ আনিয়া দিলে সে তাহা পান করিল। তৎপরে
তাহার পিতা যিচহক বলিল তাহাকে আমার পুত্র
২৭ নিকটে আসিয়া চুম্বন দেহ আমাকে। তাহাতে
সে নিকটে যাইয়া চুম্বন দিল তাহাকে ও সে তাহার
পরিচ্ছদের গন্ধ পাইয়া বর দিল তাহাকে ও বলিল
দেখ আমার পুত্রের গন্ধ যিহোবার বর প্রাপ্য
২৮ ক্ষেত্রের ন্যায়। অতএব ঈশ্বর দিউন তোমাকে
স্বর্গের শিশির ও পৃথিবীর সার এবং বহু শস্য ও
২৯ দ্রাক্ষা রস। লোকেরা তোমার সেবা করুক ও
বহু বর্ণ প্রণাম করুক তোমাকে তুমি হও তোমার
ভ্রাতাদের কর্ত্তা তোমার মাতার পুত্রেরা প্রণাম
করুক তোমাকে তাহারা হউক শাপ গ্রহণ যাহারা
অভিসম্পাৎ করে তোমাকে ও বর প্রাপ্য তাহারা
যাহারা বর দেয় তোমাকে।

৩০ যিচহক যাকুবকে বর দেওন সাঙ্গ করিয়া ও সে
তাহার নিকট হইতে যাবা মাত্রেই ঐশা তাহার
৩১ ভ্রাতা আইল শিকার হইতে। সে ও মাংস
সুন্দর রসই করিয়া আনিল তাহার পিতার কাছে

ও বলিল তাহার পিতাকে আমার পিতা ধনু ভোজন
করুন তোমার পুত্রের সুন্দর রসই তাহাতে তোমার
৩২ প্রাণ বর দিবে আমাকে। তাহার পিতা য়িজহক্ককে
বলিল তুমি কে। সে বলিল আমি তোমার পুত্র
৩৩ তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ঔশা। তাহাতে য়িজহক্ক
অতি কম্পিল ও বলিল কি সে কোথায় গেল যে
রসই করিয়া আনিল আমার কাছে ও আমি তাহা
সমস্ত ভোজন করিয়াছি তোমার আইসনের পূর্ব্বে
তাহাতে আমি বর দিলাম তাহাকে সেই ও হইবেক
৩৪ বর প্রাপ্য। ঔশা তাহার পিতার বাক্য শুনিতে
পাইলে বড় তিক্ত চেঁচাইয়া ক্রন্দন করিল ও বলিল
বর দেহ আমাকে আমাকেই আরে আমার পিতা।
৩৫ সে বলিল তোমার ভ্রাতা কপটে আসিয়া লইয়া
৩৬ গিয়াছে তোমার বর। সে বলিল পুরুত
কি না তাহার নাম যাঁকুব। সে পুতারিয়াছে
আমাকে দুইবার সে লইল আমার জ্যেষ্ঠাংশ ও
এখন দেখ লইয়াছে আমার বর। আরবার ঔশা
বলিল তুমি বর না রাখিয়াছ আমার কারণ।
৩৭ পরে য়িজহক্ক প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল ঔশাকে
দেখ আমি করিয়াছি তাহাকে তোমার কর্ত্তা আমি
ও দিয়াছি তাহাকে তাহার সমস্ত ভ্রাতা সেবা করনের
জন্য শস্য দ্রাক্ষ রস ও দিয়া পালন করিয়াছি
তাহাকে এখন আর কি করিব তোমার কারণ আরে
৩৮ আমার বাছা। ঔশা বলিল তাহার পিতাকে
তোমার কেবল এক বর ব্যতিরেক আর নাই হে

আমার পিতা। বর দেহ আমাকেই আগে।
আমার পিতা তখন ঐশা উচ্চস্বরে রোদন করিতে
৩৯ লাগিল। পরে তাহার পিতা যিচহক প্রত্যুত্তর
করিয়া বলিল তাহাকে দেখ তোমার বসত হবেক
আপূর্ব্ব স্থানে এবং স্বর্গের শিশীর পড়িবে
৪০ ওপর হইতে। তোমার জিবিকা হবেক তোমার
তলোয়ার ও সেবা করিবা তোমার ভ্রাতার পরে
এই মত হবেক তুমি শক্তি মন্ত হইয়া ভঞ্জন
করিবা তাহার জুয়ালি তোমার স্কন্ধ হইতে।

৪১ ঐশা অন্তঃকরনে ক্রুদ্ধ হইল যাঁকুবের ওপরে সে
বরের কারন যাহাতে তাহার পিতা বর দিল
তাহাকে। এবং ঐশা মনেং বলিল আমার পিতার
মরনার্থে শোকের দিন নিকট হইল তখন বধ
৪২ করিব আমার ভ্রাতা যাঁকুবকে। রিবেকা
শুনিতে পাইল তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ঐশার কথা
অতএব তাহার কনিষ্ঠ পুত্র যাঁকুবকে ডাকিয়া
আনিল এবং বলিল দেখ তোমার ভ্রাতা ঐশা
তোমাকে বধ করিতে মনোরাইয়া শান্ত হইয়াছে
৪৩ তোমার বিষয়। অতএব আমার বাক্য পরিগ্রহ
কর আমার বাক্য দ্রুত উঠিয়া যাও আমার
৪৪ ভ্রাতা লবনের কাছে হারানে ও তিষ্ঠ তাহার সহিত
কিছু কাল যাবৎ তোমার ভ্রাতার কোপ শান্ত হয়
৪৫ যাবৎ তোমার ভ্রাতার রাগ নিবর্ত্ত হয় ও সে বিস্মৃতি
হয় তাহা যাহা তুমি করিয়াছ তাহাকে তারপরে

আমি লোক পাঠাইয়া আনিব তোমাকে সেখান
হইতে কিমর্থে আমি ও তোমারদের দুইজনে আট
৪৩ কুড়া হইব এক দিনে। রবেকা ও বলিল
য়িজহক্কককে আমি ক্ষতের কন্যার বিষয় স্থলিত্ব
যদিত যাঁকুব ও বিবাহ করে ক্ষতের কন্যা যেমত
এ দেশের কন্যা তবে আমার প্রান বাঁচিলে কি
হইবে।

পর্ব্ব পরে য়িজহক্ক যাঁকুবকে ডাকিয়া বর দিল এবং
২৮ আজ্ঞা করিয়া বলিল যনাঁয়নের কন্যাকে বিবাহ
১ করিও না চলে য়াও পদন আরমে তোমার মাতামহ
বতোএলের বাটীতে ও বিবাহ কর তাহারদের
স্থানে তোমার মাতুল লবনের এক কন্যা।
৩ সর্ব্ব শক্তি ঈশ্বর বর দিওন তোমাকে ও বাড়াওন
৪ তোমাকে তাহাতে তুমি হইবা বিস্তর লোক এবং
আবরহামের আশীর্ব্বাদ দিওন তোমাকে ও তোমার
সন্তান তোমার সহিত যেন তুমি হইবা তোমার
প্রবাস দেশের অধিকারি যাহা ঈশ্বর দিলেন
৫ আবরহামকে। তৎপরে য়িজহক্ক পাঠাইয়া দিল
যাঁকুবকে ও সে চলিল পদন আরমে বাতোএল
আরমীর ঠাঁই সে যাঁকুব ও ঐশার মাতা রবেকার
ভ্রাতা।

৬ যখন ঐশা দেখিল যে য়িজহক্ক যাঁকুবকে বর
দিয়া পাঠাইয়া দিল পদন আরমে বিবাহ করিতে
তাহারদের সেখানে এবং তাহাকে আশীর্ব্বাদ দিয়া
আজ্ঞা করিয়া বলিল যনাঁয়নের কন্যা বিবাহ করিও

৭ না এবং যাঁকুব তাহার পিতা মাতার আজ্ঞা
৮ পরিগ্রহ করিয়া গতি করিল আরমে। ঔশা ও
দেখিতে পাইয়া যে ঘনাঁয়নিরদের কন্যার সহিত
৯ তাহার পিতার ইচ্ছা নহে। তখন ঔশা য়িশমঈ-
লের কাছে যাইয়া বিবাহ করিল আবরহামের পুত্র
য়িশম ঈলের কন্যা নবীয়তের ভগিনী মহলতকে
তাহার আর জায়া জাতা।

১০ যাঁকুব ফারান ছাড়িয়া প্রস্থান করিল বাশবাঁয়
১১ সে ও সূর্য্য অস্ত গত হইলে এক স্থানে রহিল
সমস্ত রাত্রি পরে প্রস্তর লইলে বালিস করিয়া
১২ শয়ন করিল ও নিদ্রিত হইল সে স্থানে পরে স্বপ্নে
দেখিল এক মই খাড়া হইল পৃথিবীর ওপর ও তাহার
আগা স্বর্গ স্পর্শ করিয়াছে এবং দেখ ঈশ্বরের
১৩ দূতেরা ওঠিতেছে নামিতেছে তার ওপর। দেখ
য়িহুহা তাণ্ডাইতেছিলেন তাহার মাথায় ও বলিলেন
আমি য়িহুহা আবরহামের ঈশ্বর ও তোমার পিতা
য়িচক্কের ঈশ্বর সে দেশ যাহাতে শুইতেছ আমি
১৪ দিব তোমাকে ও তোমার সন্তানকে। তোমার
সন্তান হবেক পৃথিবীর ধুলার ন্যায় ও তাহারা
বাড়াইবেক পশ্চিম পূর্ব্ব দক্ষিন ওত্তর
দিগে ও তোমার সন্তানেতে পৃথিবীর সমস্ত
১৫ বংশ হবেক ধন্য। দেখ আমি থাকিব
তোমার সাতে ও রক্ষা করিব তোমাকে সমস্ত স্থানে
যাহাতে যাইবা তোমাকে ও আবার আনিব
এ দেশে একারন আমি ছাড়িব না তোমাকে

যাবৎ আমি না করি তাহা যাহা বলিয়াছি তোমার
বিষয়।

১৬ তখন যাঁকুব নিদ্রা হইতে চৈতন্য পাইয়া বলিল
নিতান্তই যিহুহা আছেন এ স্থানে ও আমি জানিলাম
১৭ না। তাহাতে বড় ভীত হইয়া বলিল এ কি ভয়দাইক
স্থান। এ আর কিছুই নহে ঈশ্বরের ঘর ও স্বর্গের
১৮ দ্বার বই। তৎপরে যাঁকুব পুরুষায় উঠিয়া তাহার
বালিস পাথর লইয়া বসাইল স্তম্ভের জন্য ও তৈল
১৯ দিল তাহার উপরে। সে সেই স্থানের নাম
রাখিল বিত্তেল কিন্তু পূর্ব্বে সে স্থানের নাম লোজ।
২০ যাঁকুব ও মানন করিল বলিয়া যদি ঈশ্বর হইবেন
আমার সাতে ও রক্ষা করিবেন আমাকে আমার
গমনে ও যাইবার ভক্ষ্য ও পরিবার পরিচ্ছদ দিবেন
২১ আমাকে তাহাতে কুশলে আরবার আমার পিতার
গৃহে যাইতে পাই তখন যিহুহা হবেন আমার
২২ ঈশ্বর এবং এ পাথর যাহা বসাই স্তম্ভের জন্য
হবেক ঈশ্বরের ঘর ও যে সমস্ত তুমি দিবা আমাকে
তাহার দশাংশ দিব তোমাকে।

পর্ব্ব তখন যাঁকুব প্রস্থান করিতে গেল পূর্ব্ব লোকের
২৯ ১ দেশে। ও দৃষ্টি করিয়া দেখিল মাটের মধ্যে
এক কূপ ও দেখ সেখানে মেষের তিন পাল তাহার
সান্নিধ্যে শুইয়া একারন তাহারা সে কূপের জল
দিয়া থাকে সে পালকে বড় পাথর ও সে
৩ কূপের মুখে। সে স্থানে সমস্ত পাল একত্তর

হইয়া থাকে ও তাহারা সে কূপের মুখ হইতে
পাথর তুলিয়া জল দেয় পরে পাথর ফিরিয়া
৪ দেয় তাহার স্থানে। তখন যাঁকুব বলিল
তাহারদিগকে ভাই সকল কোথা হইতে তোমরা।
৫ তাহারা বলিল আমরা হারান হইতে। তাহাতে
সে বলিল তোমরা চিনহ নাক্ষোরের পুত্র লবনকে।
৬ তাহারা বলিল আমরা চিনি তাহাকে। সে
বলিল তিনি ভাল আছেন। তাহারা বলিল
হাঁ এবং দেখ তাহার কন্যা রাক্ষেল আসিতেছে
৭ মেষগনের সহিত। সে বলিল দেখ এখন
বিস্তর দিবা বাকি আছে পশুগনের একত্র
করনের সময় নহে মেষেরদিগকে জল দিয়া যাও
৮ যাওয়াও। তাহারা বলিল আমরা পারি না। সমস্ত
পাল একত্র হইলে তখন আমরা প্রস্তর কূপের
মুখ হইতে ওঠাইয়া জল দিব মেষেরদিগকে।

৯ সে আলাপ করিতেং তাহারদের সহিত তৎকালে
রাক্ষেল আইল তাহার পিতার পালের সহিত একারন
১০ তিনি রক্ষা করেন তাহা। এই মত হইল যাঁকুব
তাহার মাতুল লবনের কন্যা রাক্ষেল ও তাহার
মাতুল লবনের মেষগনকে দেখিলে নিকটে
যাইয়া গড়াইয়া ফেলিল প্রস্তর কূপের মুখ হইতে
ও জল দিল তাহার মাতুল লবনের মেষ পালকে।
১১ ও যাঁকুব রাক্ষেলের মুখ চুম্বন করিয়া চেঁচাইয়া ক্রন্দন
১২ করিল। যাঁকুব বলিল রাক্ষেলকে আমি তোমার

পিতার অন্তরঙ্গ ও রবেকার পুত্র তখন সে দৌড়িয়া
১৩ বলিল তাহার পিতাকে। তৎপরে এই মত হইল
লবন তাহার ভগিনী পুত্র যাঁকুবের আগমন সমাচার
পাইয়া দৌড়িল দেখা করিতে তাহার সহিত এবং
তাহার সহিত আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিল এবং
১৪ আনিল তাহাকে আপনার বাটীতে। পরে সে
বলিল লবনকে সমস্ত সমাচার তারপর লবন
বলিল তাহাকে নিতান্তই তুমি আমার অস্থি ও
আমার মাংস। অতএব সে মাস যানেক
রহিল সে স্থানে।

১৫ তৎপরে লবন বলিল যাঁকুবকে তুমি আমার
অন্তরঙ্গ সে কারন অনর্থক আমার সেবা করিবা
১৬ বল আমাকে কি হবে তোমার মাহিনা। লবনের
ছিল দুই কন্যা জ্যেষ্ঠার নাম লেয়া কনিষ্ঠার নাম
১৭ রাক্কেল। লেয়া ছিল কোমল লোচনা কিন্তু রাক্কেল
১৮ রূপবতী ও পরম সুন্দরী। ও যাঁকুব প্রেম করিল
রাক্কেলকে এতদর্থে বলিল তোমার সেবা করিব
সাত বৎসর তোমার কনিষ্ঠা কন্যা রাক্কেলের জন্য।
১৯ তাহাতে লবন বলিল তোমাকে দেওন অতি ভাল
তাহাকে আর এক জনকে দেওন হইতে থাক
২০ আমার সহিত। অতএব যাঁকুব সেবা করিল
সাত বৎসর রাক্কেলের জন্য তাহা তাহার সহজ
জান অল্প দিনের মত একারন প্রেম করিল রাক্কেলকে।

২১ পরে যাঁকুব বলিল লবনকে আমার সময় পূর্ণ
হইল দেহ আমাকে আমার জায়া তাঁহাতে আমি
২২ যাইতে পারি তাহার কাছে। তৎপরে লবন
একত্তর করিল সে স্থানের সমস্ত লোক ও সম্যাট
২৩ করিল। পরে সায়ং কালে এই মত হইল
তাহার কন্যা লেয়াকে আনিয়া দিল যাঁকুবের কাছে
২৪ ও সে শয্যার করিল তাহার সহিত। লবন
ও দিল তাহার দাসী জল্পা তাহার কন্যা লেয়ার
২৫ দাসী হওনের জন্য। পরে এই মত হইল প্রাতে
দেখা তাহা লেয়া তাহাতে যাঁকুব বলিল লবনকে
কি করিয়াছ আমাকে আমি না তোমার সেবা
করিলাম রাক্কেলের জন্য কিমর্থে প্রতারণা
২৬ করিয়াছ আমাকে। লবন বলিল এ আমার
দেশের ব্যবহার নহে যে জ্যেষ্ঠা থাকিতে কনিষ্ঠার
২৭ বিবাহ হয় তাহার এক সপ্তাহ পূর্ণ কর তারপর
আমি দিব তোমাকে এ কন্যা যদি আর সাত বৎসর
২৮ আমার সেবা করিবা। ও যাঁকুব করিল তাহা
পরে তাহার এক সপ্তাহ পূর্ণ হইল সে দিল তাহার
২৯ রাক্কেল কন্যা তাহাকে। লবন ও দিল তাহার বলহা
দাসী তাহার কন্যা রাক্কেলের দাসী হওনের জন্য।
৩০ তখন যাঁকুব রাক্কেলের কাছে গেলে ভাল বাসিল
রাক্কেলকে লেয়া হইতে অধিক এবং লবনের সেবা
করিল আর সাত বৎসর।

৩১ যখন যিহুয়া দেখিলেন লেয়া ঘৃনিত হইল
তখন তিনি তাহার অন্তরাপত্য করাইলেন কিন্তু

৩২ রাক্কেল হইল বন্ধ্যা। এবং লেয়া গর্ব্ববতী হইয়া
পুত্রব হইলে বলিল নিতান্ত যিহুয়া দৃষ্টি করিলেন
আমার দুস্থে এখন আমার স্বামী প্রেম করিবেন
আমাকে অতএব তাহার নাম রাখিল রূবেন।
৩৩ সে ও তারপরে গর্ব্ববতী হইয়া পুত্র প্রসব হইল তাহাতে
বলিল যিহুয়া শুনিয়াছেন যে আমি ঘৃণিত অতএব
ইহা দিয়াছেন পরে তাহার নাম রাখিল শিমিয়োন।
৩৪ সে ও পুনর্ব্বার গর্ব্ববতী হইয়া পুত্র প্রসব হইল
ও বলিল আমার স্বামীর তিন পুত্র প্রসব হইলাম
এখন তাহার সহবাস হইবে আমার সহিত
৩৫ অতএব তাহার নাম রাখিল লেবি। সে ও
পুনর্ব্বার গর্ব্ববতী হইয়া পুত্র প্রসব হইল ও বলিল
এখন আমি স্তব করিব যিহুয়াকে তাহাতে তাহার
নাম রাখিল যিহোদা। পরে তাহার প্রসব
হওয়া সাঙ্গ হইল।

পর্ব্ব ৩০ রাক্কেল দেখিল যে যাঁকুবের সন্তান হইল না তাহা
হইতে অতএব দ্বেষাদ্বেষ করিতে লাগিল তাহার
ভগিনীর সহিত ও বলিল যাঁকুবকে সন্তান দেহ
২ আমাকে নতুবা মরি। তাহাতে যাঁকুবের ক্রোধ
প্রজ্বলিত হইল রাক্কেলের প্রতি ও বলিল আমি কি
ঈশ্বরের তুল্য যিনি বারণ করিয়াছেন তোমার
৩ গর্ব্ভের ফল। তখন সে বলিল দেখ আমার
বন্ধ্যা দাসী তাহার কাছে যাও ও সে প্রসব হইবেক
আমার হাঁটুর উপর তাহাতে আমি ও বংশবতী

৪ হইব তাহার করনক। তাহাতে সে বলহাকে লইয়া
তাহার জায়া করিয়া পরে যাঁকুব গেল তাহার
৫ কাছে। তাহাতে বলহা গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব
৬ হইল যাঁকুব হইতে। পরে রাক্কেল বলিল ঈশ্বর
বিচার করিয়া শুনিয়াছেন আমার কথা ও আমাকে
দিলেন পুত্র অতএব তাহার নাম রাখিল দান।
৭ পরে বলহা রাক্কেলের দাসী গর্ব্ভবতী হইয়া পুনর্ব্বার
৮ প্রসব হইল দ্বিতীয় পুত্র যাঁকুব হইতে। ও রাক্কেল
বলিল আমি মহা বাও যুদ্ধ করিলাম আমার
ভগিনীর সহিত ও পরাস্ত করিয়াছি এতদর্থে
৯ তাহার নাম রাখিল নপ্তলি। লেয়া দেখিল তাহার
প্রসব হওয়া সাঙ্গ হইল অতএব তাহার দাসী
জল্পাকে লইয়া দিল যাঁকুবের জায়া করিয়া।
১০ ও লেয়ার দাসী জল্পা পুত্র প্রসব হইল যাঁকুব
১১ হইতে। তাহাতে লেয়া বলিল গন হবে পরে
১২ রাখিল তাহার নাম গদ। পরে লেয়ার দাসী
১৩ জল্পা দ্বিতীয় পুত্র প্রসব হইল যাঁকুব হইতে। তখন
লেয়া বলিল আমি ভাগ্যবতী ও স্ত্রী লোক
আমাকে বলিবে ভাগ্যবতী অতএব তাহার নাম
১৪ রাখিল আশর। গোমের ফসলের সময় রাউবন
বাহিরে যাইয়া অপূর্ব্ব পদ্ম পাইল ক্ষেত্রে ও আনিল
তাহা তাহার মাতা লেয়ার ঠাই। তখন রাক্কেল
বলিল লেয়াকে আমি সাধিনা করি তোমাকে দেহ
আমাকে তোমার পুত্রের সে অপূর্ব্ব পদ্ম।
১৫ লেয়া বলিল তাহাকে এ কি ক্ষুদ্র বিষয় তুমি লইয়াছ

আমার স্বামী এখন লইবা আমার পুত্রের অপূর্ব্ব
পুষ্প ও তাহাতে রাক্ষেল বলিল বর্ষ. তিনি অদ্য
শয়ন করিবেন তোমার কাছে তোমার পুত্রের অপূর্ব্ব
১৬ পুষ্পের কারন। অতএব যাঁকুব সায়ং. কালে
ক্ষেত্র হইতে আইলে লেয়া তাহার সহিত মিলিতে
যাইয়া বলিল অবশ্য আসিবা আমার কাছে
আমি ভাড়া করিলাম তোমাকে আমার পুত্রের
অপূর্ব্ব পুষ্প দিয়া অতএব সে রাত্রি শয়ন
১৭ করিল তাহার সহিত। তখন ঈশ্বর নিরক্ষন করিলেন
লেয়ার দিগে তাহাতে সে গর্ব্ভাবতী হইয়া পঞ্চম
১৮ পুত্র প্রসব হইল। তখন লেয়া বলিল আমি দিলাম
আমার দাসী আমার স্বামীকে সেকারন ঈশ্বর
দিয়াছেন আমাকে আমার মজুরি পরে তাহার নাম
১৯ রাখিল য়িশ্শর। লেয়া পুনর্ব্বার গর্ব্ভবতী হইয়া
২০ ষষ্ঠম পুত্র প্রসব হইল যাঁকুব হইতে। তখন
লেয়া বলিল ঈশ্বর মহা দান দিয়াছেন আমাকে
আমি প্রসব হইলাম ছয় পুত্র অতএব এখন আমার
স্বামী সহবাস করিবেন আমার সহিত তাহাতে সে ও
২১ তাহার নাম রাখিল জবুলন। তৎ পরে প্রসব
হইল এক কন্যা ও তাহার নাম রাখিল দীনা।
২২ এবং ঈশ্বর মনে করিলেন রাক্ষেলকে ও তাহার
২৩ জীবাবীর প্রসন্ন করিলেন। পরে সে গর্ব্ভবতী
হইয়া পুত্র প্রসব হইল ও বলিল ঈশ্বর ঘুচিয়াছেন
২৪ আমার লজ্জা। ও তার নাম রাখিল যুসফ
বলিয়া য়িহোবা প্রদান করিবেন আমাকে আর এক পুত্র।

২৫ এই মত হইল রাখেন যুসফকে পুসব হইলে
যাঁকুব বলিল লবলকে বিদায় কর আমাকে এখন
২৬ আমি যাইব আপনার দেশে। দেহ আমাকে
আমার স্ত্রী ও শিশুগন যাহারদের কারন
তোমার সেবা করিলাম ও যাইতে দেহ আমাকে
তুমি সমস্ত জাত আছহ আমার সেবা যাহা
২৭ করিয়াছি তোমার কাছে। তখন লবন বলিল
তাহাকে আমি সাধিনা করি যদি দয়া কর
আমাকে তবে থাকহ আমি অনুমানে জানিলাম
যিহুহা বর দিয়াছেন আমাকে তোমারথে।
২৮ সে ও বলিল বল কত মাহিনা আমি দিব তোমাকে।
২৯ তাহাতে যাঁকুব বলিল তাহাকে তুমি জাত আছ
আমি কি সেবা করিলাম ও কি মতে তোমার পশুগন
৩০ ছিল আমার সাতে। তোমার অল্প আছিল আমার
আইসনের পূর্ব্বে এখন বৃদ্ধি হইল পাইয়া ও যিহুহা
বর দিয়াছেন তোমাকে আমার আইসন অবধি
এখন আমি সংস্থা করিব আপনার বাড়ীর কারন।
৩১ সে বলিল আমি কি দিব তোমাকে। যাঁকুব বলিল
তুমি কিছুই দিবা না আমাকে যদি এইটী করিবা
৩২ তবে পুনর্ব্বার তোমার পাল চরাইব। অদ্য
যাও তোমার সমস্ত পালে ও সরাও সেস্থান হইতে
হরিন্যা ও ছাগীরা ও সমস্ত মাচিয়া পশু মেষগন
হইতে এবং হরিন্যা ও ছাগীরা অজাগন হইতে পরে
৩৩ সেই সকল পুস্কার হইতে হবেক আমার মজুরি সেই
মত আমার ধর্ম্ম আমার কারন সাক্ষী হবেক

তোমার সন্মুখে ইহার পর যখন আমার মজুরি
দেখিতে আসিবা তাহাতে যে নহে হরিণ্যা ও ছট্টারা
অজাগলের মধ্যে ও মাটীয় বর্ণ মেষেরদের মধ্যে
৩৪ তাহা হইবেক আমার চৌর্য্য। তাহাতে লবন বলিল
আমার ইচ্ছা আছে করিতে তোমার কথানুযায়ি।
৩৫ অতএব সেই দিনে সে অন্তর করিল ছাগিলগন যাহারা
জেলিবটা ও হরিণ্যা এবং সমস্ত ছাগী যাহারা হরিণ্যা
ও ছট্টারা ও সে সমস্ত যাহার মধ্যে কিছুং ধলা ও
সমস্ত মাটীয় মেষ এবং লবন দিল সে সমস্ত
৩৬ তাহার পুত্রেরদের কাছে। পরে লবন তিন দিনের
পথ ভিন্ন করিয়া দিল আপনার ও যাঁকুবের মধ্যে
এবং যাঁকুব চরাইল লবনের বক্রি পাল।

৩৭ তখন যাঁকুব সবুজ লবন ও লুজ ও রম্যোওনর
পাঁচনি করিল এবং চাঁচিয়া শুক্ল বর্ণ দাগ করিল
তাহার মধ্যে ও যেখানে চাঁচিলেন ধলা দেখা
৩৮ গেল। ও সে পাচনি রাখিল পালের সন্মুখে
নরদামার সান্নিধ্য যখন পালেরা আইসে জল
খাইতে তাহাতে তাহারা গর্ভবতী হয় যখন জল
৩৯ খাইতে আইসে। সেই মত পশু গনের গর্ভ
হইল সে সকল পাঁচনির সন্মুখে তাহাতে তাহারা
৪০ প্রসব হইল জেলিবটা ছট্টারা ও হরিণ্যা। তৎপরে
যাঁকুব ভিন্ন করিল সে সমস্ত বাচ্চা ও তাহার পালের
মুখ ফিরাইয়া দিল মাটীয়া ও ছট্টারারদিগে যাহা
লবনের পালের মধ্যে কিন্তু অন্তর রাখিল আপনার
পাল ও তাহা দিল না লবনের পশুরদের সহিৎ।